প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৯

মুদ্রন - রাজ কমল সারকিট ইন্ডিয়া
সি. বি. - ৩৮৪/৪৪,
রিং রোড নারায়ণা, নিউদিল্লী - ২৮

প্রকাশক
গোপাল চন্দ্র পাল
পি. পি. - ২৫৭৭৮০৩০
সি বি. ৩৮৬/৫ রিং রোড,
নারায়ণা, নিউ দিল্লী- ২৮



দীপক প্রকাশনী সি. বি. ৩৮৬/৬ রিং রোভ, নারায়ণা, নিউ দিল্লী- ২৮ হইতে
কোয়ালিটি অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, গোপাল চন্দ্র পাল কর্তৃক প্রকাশিত ও
সি বি. ৩৮৬/৫ রিং রোড, নারায়ণা, নিউ দিল্লী- ২৮ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্মৃতিকে

সে আমার পাশে পাশে থাকে,
ছায়া ছায়া হয়ে ঘোরে;
খরস্রোতে ডুবিবার কালে
সে আমায় তুলে ধরে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

উন্মেষ

কি করে সে
ফুটবে বলো —
সকাল বেলার ফুলের মতন ?
আকাশ থেকে
আগের মত
ঝরেনি শিশির কণা,
লাগেনি তার উপরে
ভোরের বওয়া
খুশির হাওয়া,
কি করে সে
ফুটবে বলো
সকাল বেলার ফুলের মতন ?

যখন সে স্বপ্নে বিভোর
মায়ের ভেতর,
চারিদিকে কেবল তখন
ঝড়ের মাতন!
কেবলই কল্ - কোলাহল
উথল - পাথল,
কেবলই অভাব - উপোস!
ফসলে না দিলে সার —
হয় কি তা মনের মতন ?
কেমনে সে
ফুটবে বলো
প্রস্ফুটিত ফুলের মতন ?

যদি না প্রেমের বাতাস
বইতে থাকে
চারদিকেতে
সকল ক্ষণ!
পাখীরা গায় না গান,
ফোটেনা ফুলের কলি
আর আসে না
ব্যস্ত যত বন্ধু অলি।
কি করে সে
ফুটবে বলো
এমন ক্ষয়ের দিনে
বিকচ ফুলের মতন?
কি করে সে
হাসবে বলো
সকাল বেলার ফুলের মতন?

সজনে ফুল

কেউ আমাকে এনে দেবে, ভাই —
সজনে ফুল?
তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ,
সহজ, স্বচ্ছ,
সজনে ফুল —
হেলায়-ফেলায় ফুটে থাকা, সাদা-হলুদ
সজনে ফুল!
এ আবার কেমন ধাঁ ধাঁ?
এ কাজ সরল সাদা.
বাগানের সজনে গাছে ফুটে হাজার ফুল—
হাত বাড়ালেই হাতের মুঠোয় পাবে সজনে ফুল।
আজকের এ সজনে ফুল
ছিল আমার ছোট্ট বেলার প্রাণের বকুল —
পুকুর ধারে হেলায় ফোটা সজনে ফুল।
গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে
শুঁয়ো পোকায় ভরে থাকা
সজনে গাছের সজনে ফুল —
আমার কিশোরকালের
অবাক দেখা সজনে ফুল!
পুকুর ঘাটে বাসন হাতে
মা-মেয়েরা বসতো কাজে,
হাওয়ায় তখন দুলতো সে সব সজনে ফুল —
হাসি - খুশির কথা শুনে নাড়তো মাথা সজনে ফুল!

পায়ে পায়ে হেঁটে পেছনে
আনতাম পেড়ে সরল মনে —
সেদিনের সেই সজনে ফুল —
আমার কিশোর কালের খেলার সাথী সজনে ফুল!
এখন শুধু ভাবতে থাকি
অতীতের সে স্মৃতির ঝাঁকি
হাতের মুঠোয় আসে না আর।
মনের ঘরে থাকে তারা
সোনালি জাল বুনেই সারা
তাদের নিয়ে গল্প চলে
বাস্তবেতে মেলা ভার।
কেবল ব্যথা, কেবল নিরাশ
অতীতের সব - দৃশ্য রাজি,
সে সব মায়া, শুধুই মায়া
মঞ্চ জুড়ে হাউই বাজি!
কেউ আসে না, কেউ ফেরে না
সুদূর সেই অতীত থেকে,
যে যায় সে যায় চির তরে
সূক্ষ্ম রেখা মনের মাঝে ফেলে রেখে!

আর পাবে না,
আর পাবে না
হেলায় - ফেলায় ফুটে থাকা
স্বপ্ন - মাখা সজনে ফুল!
হায়, আমার হারিয়ে যাওয়া
কিশোর কালের ঝুমকোলতা সজনে ফুল!

যারে, চড়ুই যা

বহু যত্নেতে ছোট্ট গাছটিকে
রেখেছি আমি বাঁচিয়ে,
সকাল হলেই পাতাগুলো
ধুই জল ধারা দিয়ে দিয়ে।
কচি কিশলয় মাথা নেড়ে যায়
পাশে বসে বসে দেখি,
ছোটবেলাকার বাদল দিনের
জলছবি মনে আঁকি।
স্বপ্ন আমার ক্ষণিকে মিলায়,
একদিন যবে পড়ে নজরে —
গাছের মাথাটি মুড়িয়ে রেখেছে
অনেক চড়ুই এসেছে ঘিরে।
বাইরে বাগানে অজস্র গাছ,
সেগুলিকে রেখে তেমনি
হতভাগা তোরা নষ্ট করলি
এ ছোট গাছটিকে এমনি।
যতই আদরে লাগাই না গাছ,
আমার ফুলের টবে
জানি নিশ্চয় কেটে দিবি তোরা
শক্ত হওয়ার আগে।
চড়ুই পাখীরা, পাজী শয়তান,
দিলাম তোদের সাজা —
যেখানে তোদের যাওয়ার ইচ্ছে
সেখানেই চলে যা!
যারে, চড়ুই যা! অনেক দূরে যা!

আয় চড়ুই, আয়!

সকাল থেকেই বসে আছি,
আয় চড়ুই, আয়।
কোথায় তোরা চলেই গেলি,
হারিয়ে গেলি হায়!
যখন তখন কিচির - মিচির
ফাঁক - ফোকরে বাসা,
যতই তাড়াও দুষ্টু পাখী
করবে যাওয়া আসা।
কিই বা খেতো জানি না তো —
বাটিতে খুদ - কুড়ো,
ভাঁড়েতে জল, আসতো ঝাঁকে
বাচ্চা কিংবা বুড়ো!
ফাঁক পেলেই খোলা দরজা,
ঢুকে পড়তো ঘরে;
তাড়া দিলেই করতো নাচন
ওপর-নীচে জুড়ে।
কি যে মানুষ করলো এখন
তাদের দেখা নাই;
আর আসে না লোকালয়ে
কেউ করে না দূর-ছাই!
মানুষ, পাখী নিয়ে সকাল
জাগতো নীলাকাশে।
এখন মজা, কাঁদো বসে,
লিখবে ইতিহাসে!

পাখী, তোরা যাস না

পাখী তোরা যাস্ না চলে,
যাস্ না ছেড়ে এ সংসার,
তোদের জন্য খোলাই রাখে
প্রকৃতি তার ঘরের দ্বার।
যেখানে তোরা যেতে চাস
সেখানে থেকে ঘুরে আয়,
মিটিয়ে তোদের সকল পিয়াস
আবার ঘরে ফিরে আয়।
তোরা আছিস, তাই আমরা আছি;
শয়নে স্বপনে তোদের বাস—
তোদের ছাড়া সব প্রাণের সমাজ
ছাড়ত হয়তো শেষের শ্বাস!
পাখী তোরা যাস্ না ছেড়ে,
যাস্ না ছেড়ে এ সংসার,
ভোরের বেলায় কে জাগাবে
গাইবে বসে সুর - বাহার!
গাছপালারা তোদের তরে
মেলে অনেক ডালপালা;
সবুজ পাতার ঘর সাজিয়ে
রাখে ফুল ও ফলের থালা।
পাখী তোরা যাস্ নে ছেড়ে
যাস্ নে ছেড়ে এ সংসার,
তোদের দুঃখ ঘোচাবে বলে
করছে মানুষ অঙ্গীকার।

তেপান্তরের ডাক

সবুজ গাছের শীর্ষদেশে
দৌড়ে গেল হাওয়া,
সে যে এক ঢেউ - এর নাচন
দেখেছি আসা - যাওয়া।
আশেপাশে দূর প্রান্তে
কোথাও নেইকো ছায়া,
শরৎ কালের নীল গগনে
ছড়িয়ে দেখো মায়া।
দূরান্তরে ডাক দিয়েছে
কিশোর মনে ঢেউ!
কে বোঝাবে, কি বুঝবে,
শুনবে কিগো কেউ?

তার ছিল না হাতে কলম,
গল্প শোনার লোক;
কেবল ছিল দৃশ্য দেখার
মুগ্ধ জোড়া চোখ।
তাই দিয়ে তার দিন ভরেছে
রাত কেটেছে স্বপ্নে।
সংখ্যাবিহীন রচনাতে
ভর্তি বুকের নিম্নে।

সাগরে সে ভাসিয়ে দিত
কল্পনারি ভেলা,
ঝিনুক নিয়ে গড়তো পাহাড় —
রাত্রি দিনের খেলা।
'অপু' এসে ডেকে নিত
স্বপ্নের সেই দেশে।
তেপান্তরের ডাক শুনেছে,
চিত্ত গেছে ভেসে।

কেউ বলতো ভাবুক তাকে,
কেউ বা বলে পাগল।
সবকিছুতেই লাগতো মজা
নয়নে কৌতূহল।
সেই মায়ারী রাজ্য কখন
হারিয়ে গেছে মনে;
খুঁজে বেড়াই সারাজীবন
সেই সোনার হরিণে!

এখানে

এখানে জীবন আছে,
আছে নানা বর্ণ
এখানে হৃদয় আছে
যেন খাঁটি স্বর্ণ।
এখানে আছে মাধুরী
হাসি প্রাণ ছোঁয়া,
এখানে নাটক আছে
দৃশ্য যেমন চাওয়া ।
এখানে আছে স্বপ্ন
পাখায় উড্ডীন;
এখানেতে গতিপথ
নয় অমসৃণ।
এখানে করলে ভুল
সবে করে মর্ষণ;
এখানে ঘটেনা কভু
চিত্তের ঘর্ষণ।
এখানে শান্তি আছে,
কত না দর্শন;
এখানে জ্ঞানের পথে

আত্মা - বিলোকন।

এখানে অমল মন
ঘোরে আগে পিছে;
এখানে করুণা সদা
প্রাণে জেগে আছে।
এখানে প্রেমিক মন
প্রেমিকাকে পায়;
এখানে গানের সুরে
কথা বলা যায়।

খুশির দিন

রাত নেই, দিন নেই, পাতাগুলো দুলছে,
সর্ - সর্, ধর্ - ধর্, হাওয়াতে কাঁপছে।
হুড়্- হাড়্ , দুদ্দাড়্, যেন চুল ঝাড়ছে,
নারকেল গাছগুলো মাথা খুঁড়ে মরছে।
আশ - পাশ বহু গাছ আম আর তেঁতুলে
দুজনে হেলায় মাথা, কে অমন শেখালে ?
সাগরের কল্লোল ভেসে আসে বাতাসে;
কে যেন ডাকছে, জানিয়েছে আভাযে।
পাগলের পাগলামি, হাসি এত উচ্ছল,
নীরবতা নয় আজ, খালি শব্দের হিল্লোল!
সুগভীর জলে ঢেউ তীরে এসে পড়ছে;
মনের মাঝারে কারা হাত নেড়ে ডাকছে।
সারাদিন শুধু হাসি, কাজ আর কিছু নয়—
জীবন বড়ই মজা, এ পৃথিবী মায়াময়!

আকাঙ্খা

এখানে শালিখ, ফিঙে, শত
পারাবত মেলা,
সোনালী চিলেরা এসে
নিত্য করে খেলা।
বিস্তৃত নীলের মাঝে
ও কার হাতছানি?
কেন যে উন্মনা মন,
কি করি, কি জানি!

এত আয়োজন হে বিশ্ব,
তোমারে ঘিরিয়া!
তবে কেন যেতে হয়
এসব ছাড়িয়া?
শূন্যের ভেতরে ভাসে
শূন্য মোর মন,
সত্য এই দৃশ্য সব
সত্য এই ক্ষণ!

ভোরের বায়ু ভরে মন্ত্র গানে,
প্রাণে ভালোবাসা;
যারে ছেড়ে দূরে থাকা
অশ্রুজলে ভাসা।
তব ঐশ্বর্যে ভরাতে এ হৃদয়
যেন থাকে প্রাণ,
মিছে ধর্মের নিগড়ে বেঁধে
নাহি চাহি ত্রাণ।

দীঘার সাগর

দীঘার সাগর বেলা - সেই সেদিনের
ছবি আঁকা আজো নানা রঙে,
নখের আঁচড়ে গড়া বালির পাহাড়
বিভোর বালকের স্বপ্নালী মনে।
কৌতুক মাখানো উছল যত দিন
কথার স্রোতে ভেসে চলে অন্তহীন।

ঢেউ - এর ভাঙ্গাগড়া খেলা অবিরত
চলেছে সকাল হতে আঁধার বিকেল,
নোনা জলে ধোয়া দেহ জ্বালা জ্বালা চোখে
নির্বাক বাণীরুদ্ধ বিস্ময়ে উদ্বেল।
বুঝেছি সাগরের সীমা কোন নাই,
দূরের আকাশ নামে ছুঁইবারে তাই।

উড়ে যায় সাগরের পাখীরা যত
তুলে নিয়ে ডানায় প্রাণের উচ্ছ্বাস।
ঝাউ - এর কাঁপন লাগা সবুজ বনে
ঘোরে ফিরে দখিনের আকুল বাতাস।
আজ ক্লান্ত প্রাণে জীবনের অবসাদে
পড়ে না রহস্য তব ধরা খোলা দু চোখে।

এখনও সাগর তুমি তবু দিনমানে
বার বার দ্বারে এসে ডাক দিয়ে যাও!
নগরের বুক চিরে ও নির্জন প্রান্তে
বুঝিবা আমারে তুমি নিয়ে যেতে চাও।
বেঁধেছি নিজেরে আমি মানুষের ভিড়ে,
যবে রয় পক্ষীরব, পত্র ঝঙ্কার তোমায় ঘিরে।

তবু তার ডাক আসে তারা ভরা রাতে
প্রতিধ্বনিত হয় তা আকাশের বুকে।
কতকালের ডাক সে শুনেছি আশৈশব
অতল সাগর থেকে ফেনা ভরা মুখে।
কর্মসাগরে ডুবে থাকা এই প্রাণ,
সদা শোনে দীঘার অনাবিল আহ্বান।

গোয়ার বেলাভূমি

ভেঙে পড়ছে ফেনা —
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় বেলাভূমি
নরম আঙ্গুল দিয়ে
কিশোরীর আদর করার মতো;
অস্তমিত সূর্যালোকে ওঠে
সাগরের মৃদু গুঞ্জন যত।
তীরেতে বসেছে মেলা সমুদ্র - হাঁসেদের -
দল বেঁধে আসা - যাওয়া
নীলজলে তরঙ্গেতে দোল - খাওয়া।
গোয়ার সাগর তটেতে
শুয়ে আছে নীরবেতে
বিকেলের হলুদ আলোর বিছানায়
প্রেমযুতিরা, নারিকেল ছায়ায়
জেলেদের নৌকাগুলি
নিস্পৃহে দেখে চলে
সেই সব নাটকের অঙ্কগুলি।
অগভীর জলে প্রাণবন্ত কিশোরের দল
মত্ত হয় স্নানে অঙ্গ অবারি,
কোথাও বা প্রাণী নিয়ে
ব্যস্ত তার সেবাকারী।
পরিত্যক্ত ঝিনুকেরা
বালির আড়াল থেকে
বুঝি হেসে মরে।

নিঃশব্দে ঘটে চলে সেথা
সব কিছু গোয়ার তট পরে।
দৃশ্য সব মনোমাঝে ছবি হয়ে রয়,
অবসরে আনন্দের উৎস হয়ে যায়!
সাগর - আকাশ কোলে
অস্ত রবি দিক্‌চক্রবালে
অন্ধকার ছেয়ে আসে সেথায়
দ্রিমি - দ্রিমি শব্দের তালে
জীবন নাচতে থাকে
অনবদ্য সুরের মূর্ছনায়!
অপেক্ষায় বসে থাকা
এই নির্জনে, গোয়ার কোন
এক সাগর বেলায়
বুঝি তার সাথে হবে দেখা
যে রয়েছে হৃদি মাঝে,
বিমুগ্ধ চেতনায়।

যদিও আমি কবি নই

যেখানেই কোন গুঞ্জন উঠে
মন চলে যায় অনায়াসে।
যদিও আমি কবি নই,
করুণ দৃশ্যে অতি সহজেই
চোখের কোণায় জল আসে।

গাছের পাতার অন্তরালে
কিংবা ঝোপের গহনে,
বুলবুলিকে দেখা মাত্র
মন আমার পাখা মেলে।
যদিও আমি কবি নই —
তবু কেন পাখীদের কুজনে
চিত্ত আমার নেচে উঠে কারণে অকারণে!

পশ্চিম আকাশে
ছাদের কারনিসের পাশ ঘেঁযে
কিংবা দূরের গাছের ফাঁকে
ডুবতে থাকা সূর্যকে দেখলে,
আমার ভেতর থেকে
কোন অজানা পাখী বেরিয়ে
চলে যায় সেই দিকে।

কোন অতীতে যারা সব
চলে গেছে দূর দেশে
তারা যেন আজ মনের মাঝে
ভীড় করে আসে।
সাঁঝের তারাটি উঠলেই
রাতের যূথিকার মতো
তারা ফোটে মনের আকাশে।
'আসছি' বলে বিষণ্ণ বউটি
বাপের বাড়ীতে উঠে!
আমি কবি নই,
তবু কেন তার বিদায়ের ছবি
আমার হৃদয়েতে আসে,
মনের তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে
গানের সুরেতে ভাসে।

কিছু অচেনা কথা এসে
আমার পাশেতে বসে।
শুভ্র কাগজে তাদের সাজালে
তারা মুক্তোর মত হাসে।
আমি কবি নই।
তবু কেন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
দু চোখের কোণ
অশ্রুতে ভরে আসে!

অন্য মানুষ

আমার ভিতরে এক চাঁদ আছে
যার নরম আলোক আমার ধরণীকে
করে তোলে স্নিগ্ধ মনোরম —
খরস্রোতা নদীর তরঙ্গে রেখে যায়
হীরক বর্ষণ।

সেই গোপন চাঁদকে নিয়ে
কতবার ভেবেছি মাঝরাতে
একাকী বেরিয়ে যাবো,
পথ ঘাট পার হয়ে
গভীর বনের মাঝে।

কতবার ভেবেছি বসে
আমার সেই নরম চাঁদ
স্নিগ্ধ তার আলো দিয়ে
আমার ক্লান্ত মনে
শান্তির প্রলেপ দেবে।

অনেক অনেক পথ, একাকী যখন
ঝড়ের বেগে ধেয়ে যাওয়া
ট্রেনের মধ্যে বসে থাকি —
জানালার ফাঁক দিয়ে
আমার গোপন চাঁদ
বুকের ভেতর থেকে নেমে আসে;
রহস্যের জাল বুনে
আকাশের কোলে গিয়ে
আমাকে সে দেখে!
তার সেই স্নিগ্ধ আলো
মুখে চোখে ছুঁয়ে যেতে থাকে।
তখন পবিত্র আমি, — এক অন্য মানুষ!
এ পৃথিবী শুধু বেঁচে থাকে
চাঁদ আর আমি আছি বলে।

ভালোবাসা

তোমায় দেখে বুঝেছিলাম
আমার চেনা লোক;
তোমায় আগে দেখিনি আমি
চিনিয়ে দিল চোখ।
কেমন যেন উদাস চলা
ছন্দবিহীন কথা;
হাওয়ায় যেন ভাসতে থাকে
পুরানো এক ব্যথা।

ভালোলাগার স্রোত যেন বা
হঠাৎ বয়ে যায়
খুশীর হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে
জীবন কিনারায়।
হঠাৎ করে হয় এমন কেন?
যেখানে সেখানে,
পাবেই দেখা অজানা লোক
জীবন কাননে।

এক নিমেষে লাগবে ভালো
যেন কত দিনের চেনা,
নীরবতা কথা হয়ে ঝরে
নয় তা অজানা!
ভালবাসার সূত্র এসব
বিধির বিধানে;
চারচোখেরই ঠিক মিলনে
ফুল ফোটে মনোবনে।

কবিতা - সৃষ্টি

ডায়েরীর পাতা খালি কেন?
লেখায় কেন যে ভরে না?
মনের মাঝেতে লিখে থাকা সব
ছবি হয়ে কেন আসে না?

যতবার ভাবি এইবার কিছু
হৃদয়ের কথা লিখি;
অন্তরে বসে কেউ যেন হাসে
মিলায় ভাবনা রাশি।

এ বেদনা তারে বোঝানো যায় না
যে বোঝে না সৃষ্টি কথা,
নিষ্ফলা গাছ মৌনই থাকে
বলে না হৃদয় ব্যথা।

শব্দের মাঝে গোপন ভাবনা
মধু মধু হয়ে ঝরে;
ব্যথিত হৃদয় রক্ত ক্ষরণে
মৃদু মৃদু হেসে মরে!

হঠাৎ কখন জ্বলে উঠে আলো
কোথা থেকে সুর আসে
লেখা হয়ে যায় কারোর ছোঁয়ায়
সৃষ্টি রসেতে ভাসে।

সৃষ্টি - বেদনা

ফেলো না, ছিঁড়ে ফেলো না,
ও লেখার পাতা —
লেখা হয়ে আছে তাহাতে
তোমার মনের কথা।
ধরেছ নিজেকে কোন এক ক্ষণে,
যা ছিলে তখন তুমি;
হারাবে সে ছবি ফেলে দিলে তারে,
বৃথা হবে এ জগৎভূমি।
ফেলো না, ছিঁড়ে ফেলো না,
ও লেখার পাতা
সৃষ্টি জোয়ারে ভাসায়ে নিজেরে
লেখা আছে প্রাণের কবিতা।
নানান দিনের, নানান ভাবের,
নানান কথা জমেছে -
হৃদয় গভীরে ডুব দিয়ে তারা
বাণীর আখরে সেজেছে।
মনের অশেষ মাধুরী মিশায়ে করেছ
যারে তুমি রচনা —
অভিমান বসে তারে গো এখন
জঞ্জাল মাঝে ফেলো না !
সৃষ্টির সেই অমূল্য রতন
করো না ধ্বংস করো না।
তোমার কবিতা তোমারই থাক্,
ওগো, বিচারের সভা ডেকো না।

জীবন - দর্শন

যে যেখানে থাকি মোরা, নিজস্ব বৃত্তে
কাজের বাঁধনে ঘুরি জীবনের সর্তে।
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে সংসার নাটকে,
কখনও বা মনে হয় বাঁধা আছি ফাটকে।
দুহাতে করছি জড়ো যেখানে যা মেলে,
লাগাই রবার স্ট্যাম্প সব আপনার বলে।

নিষেধের বেড়া জালে বেঁধে রাখি নিজেরে;
বাঁধন কেটে মন নানাদিকে ছোটে রে।
বুকভরা ভালোবাসা মনভরা কথা;
সোনার হরিণ খুঁজি, দিন যায় বৃথা!
যৌবন ঘিরে থাকে বিপ্লবী চিন্তায়,
যতই সময় যায় মতবাদ পাল্টায়!

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যত আছে অভিমত,
তারা কি গঠন করে জীবনে চলার পথ?
সত্য - মিথ্যা দ্বন্দ্বে মন সদাই রয় ত্রস্ত;
চার্বাক নীতি মানা সেও বড় শক্ত।
জীবনের অনুভব একে একে বলে যান—
শেষ বাঁশি বেজে যায়, হয় নাকো সমাধান।

জীবন সন্ধান

তুমি ঠিক নও, আমি ঠিক নই,
ঠিক শুধু একটাই —
জীবনের পথ ধরে
সোজা সুজি চলাটাই।

শুধু উথাল পাতাল নয়
পথ বড় আঁকা বাঁকা-
ছড়ানো ছিটানো পাথর তাতে,
আর আছে ফাঁদ রাখা।

লক্ষ্যের থেকে দূরে সরে
বিপথের দিকে ঝোঁকা
অকালে মরণ এসে
লিখবে শেষের লেখা।

তবুও ছোটে মানুষ
জীবনের জয়গানে,
অসীমের খোঁজে হায়
পেতে তারে সন্ধানে।

ঝঞ্ঝায় ভাসায় নৌকা
জেনেও বিপদ ভরে —
কিছু করে যাবে সে যে
আগামী দিনের তরে।

কোন এক প্রেমিকের কথা

তাকে আমি জানিয়ে ছিলাম আমার কাছে আসতে
বাদল দিনে সাঁঝবেলাতে নির্জনে একান্তে।
তার মনেতে দ্বিধা ছিল, ছিল অনেক সন্দেহ
তাই বুঝি সে নিয়েছিল সময় কয়েক সপ্তাহ।
লিখেছিল আমায় সে যে গোটা গোটা অক্ষরে
লাল কালিতে, ভুল বানানে, বিনা কোন স্বাক্ষরে।
কেন আমার শখ হয়েছে এমন করে ডাকতে
এমন কি যে গোপন কথা রয়েছে বুকে বলতে!
ঠিক ঐ দিনেতে আসতে হবে, এ আবার কি শর্ত
সব কথাটি লিখলে খুলে আসতে পারে হয়তো।
লিখছি তার জবাবে, অনেক ভেবে চিন্তে
সব কথা কি যায় গো লেখা, যা আছে মোর চিত্তে
ভালোবাসার অনেক কথা আছে মনে সংগোপনে
বলতে পারি এলে তুমি ঠিক সময়ে ফুলের বনে।
বলবো আমি হৃদয়ে খুলে, আমার সকল গোপন কথা
ভালোবাসার সরল পথে রইবে নাগো মলিনতা।
এসো তুমি সহজ ভাবে, সকল জটিলতা ভুলে
পাবে আমায় তোমার মতন, যা চাও তুমি খেলার ছলে।

অনেক কাল পেরিয়ে গেছে কথাগুলো লেখার পর
এলো নাতো কখনো সে, না এলো তার কোন খবর।
ভালোবাসার কথা আমার থাকলো বুকে রুদ্ধদুয়োর,
বর্ষা এলো, বর্ষা গেল, রইলো কেন সে নিরুত্তর!

ব্যর্থ প্রেম

তার কাছে নতজানু হয়ে
যখন প্রেম ভিক্ষা করেছিলাম,
আমার মুখের দিকে
একবারও সে তাকায়নি।
যখন চোখের জলে
তার করতল ভিজিয়ে ছিলাম—
আমায় সে একবারও
হাত ধরে থামায় নি।
যখন আমি অবশেষে
ক্লান্ত হয়ে বিদায় নিলাম,
সে আমায় পেছন থেকে
ডেকে ফেরায় নি।
আজ তাই স্থির করেছি
এ সকল বেশভূষা ছেড়ে
চলে যাব সন্ন্যাস নিয়ে
গভীর অরণ্যে।
ফিরবো না জনাকীর্ণ এই শহরে
থাকবো নিশ্চিন্ত মনে ঝর্ণার ধারে ধারে।
আমার এই শপথ বাক্য
তার কাছে লিখে পাঠিয়ে দেবো।
সেকি আমার লেখার উত্তর পাঠাবে?

পুনরায়

তোমাকে দেবার মত কিছুই নেই
শুধু ব্যথা ছাড়া,
তোমাকে বলার মত কিছু নেই
শুধু হাসি ছাড়া।
তোমাকে হৃদয়তো দেওয়া আছে
বহুদিন আগে—
তোমাকে নিজের কাছে পেলেই তা
মন রাত জাগে।
তোমাকে নিয়েই বার বার
গল্প যায় লেখা
কত কথা ঝরে পড়ে, রাত্রিদিন
ভালোবাসা শেখা।
হৃদয়েতে ঝড় ওঠে অবিরাম
কাছে পাবার আশায়
তোমাকে পেলেই ধন্য প্রাণ
সে কি ভোলা যায়?
যাওয়া-আসা সে হিসাব
কভু কি তুমি রাখ?
তুমি তো নীরব হয়ে শুধু
অপলকে দেখো!
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের সব গান
শেষ হয়ে গেলে —
নতুন বিশ্ব পুনরায় এসে
আকাশেতে দোলে!

পড়েছি বিপাকে

বহুদিন ধরে বন্ধু, পড়েছি বিপাকে
শব্দেরা গেছে চলে ত্যজিয়া আমাকে।
বন্দনা করি বসি দেবী সারদাকে
শূণ্য খাতা হাসে যেন দেখি আমাকে।
লাগাম বিহীন মন ঘোরে নির্জনেতে
কোথায় পালায় সব দূর গগনেতে।

বাহিরে বহিছে বায়ু, গাছে কয় কথা,
শুনি আমি সব কিছু, তবু শূণ্য মাথা।
গুঞ্জন উঠে না মনে, হৃদয়েতে ব্যথা,
শুভ্র পত্র নিষ্কলুষ, বাক্য নেই সেথা!

কবিতা আমারে কেন ত্যজিলে অকালে?
কি করে যে বেঁচে থাকি অবসর কালে!
তবু কিন্তু এক কথা আসে ঘুরে ফিরে—
শুধু কি শব্দেতে বাঁধা যায় কবিতারে?
নৈঃশব্দ জগতে কাব্য নিঃশব্দেই চলে
বাক্যহীন হৃদয়েরা কবিতায় দোলে।

অবসাদ মানুষেতে গড়েছে প্রাচীর
অবক্ষয়ে ক্লান্ত মন, সময় অধীর

প্রেরণা

আমি তো লিখি না নিজে
কে যেন আমায় জোর করে—
পাশে এসে জোগায় ভাষা
লেখনী হাতেতে তুলে ধরে।

দিবসেতে দৃষ্টি আমার
পাখীর ডানায় নিয়ে চলে,
গভীর নিশীথে তারাদের মাঝে
নিয়ে যায় মোরে, বাঁধে জালে।

কে যেন আমায় মনের ভেতরে
কিসের মোহেতে মাতাতে চায়,
কে যেন কখন হৃদয়েতে এসে
কিসের দোলায় দুলিয়ে যায়।

কখনো বা অতীব গোপনে
কথার মালাটি সাজিয়ে রাখে,
অতি মনোরম দৃশ্যের রাশি
খুলে ধরে আমার এ চোখে।

কখন, কি ভাবে, কেন লিখি আমি
সে কথা আমার জানা নাই,
শুধু এইটুকু বুঝি, এ তাঁর প্রেরণা,
তাঁর কথা মতো কথারে সাজাই।

শপথ

কথার মালা নয়কো গাঁথা
আজ সত্য প্রতিশ্রুতি
শক্ত হাতে রুখতে হবে
সকল অধোগতি।

পথের ধারে যেতে যেতে
বনফুলের মেলায়
ফুল কুড়িয়ে ভরে দিও
অনুরাগের থালায়।

যে শিশুটি হারিয়ে গেল
মায়ের আঁচল ছেড়ে
তারে আবার ফিরিয়ে আনো
তারই মাতৃক্রোড়ে।

চোখের জলে ভাসছে যারা
ক্ষেত - খামারে বসে
ব্যথার বোঝা কমিয়ে দিয়ো
তাদের পাশে এসে।

আঁধারে যার দিন কেটে যায়
আলোক নাহি পায়,
আশার দীপ জ্বেলো তার তরে,
যেন সে সত্য পানে ধায়।

এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে
ভরা যেথা কুয়াশা,
অমল বাতাস ছুটুক সেথা,
আসুক ভালোবাসা।

তুমিও হাসো, সেও হাসুক,
সব হাসুক বিশ্বজুড়ে।
দ্বেষ - বিদ্বেষ, হিংসা বিরোধ,
সব যেন যায় পুড়ে।

নতুন বিশ্ব গড়ার শপথ
এসো নিই সবাই ;
আসবে জেনো সুখের সে দিন,
সেথা সবার হবে ঠাঁই।

যেয়ো না

দুখের দিনে এলে তুমি সুখের থালা সাজালে,
সুখের দিনে গেলে চলে আঁধার মাঝে লুকালে।

চোখের জলে হৃদয় ব্যথা বীণার তারে বাজালে,
বেদনা মুকুট শিয়রে মোর যত্ন করে পরালে।

সবাই যখন আমায় ঘিরে নাচলো সাথে মাদলে,
তখন দেখি আকাশ ভরে সাজিয়ে দিলো বাদলে।

আমি যখন হাসছি, তুমি কাঁদছো বসে গোপনে,
কি করে যে বোঝাই আমি ব্যথার বোঝা মরমে।

তোমার সাথে চলবো বলে সব দিয়েছি ফিরিয়ে;
লুকোচুরি আর খেলো না গো যেও না মুখ ঘুরিয়ে।

অভিলাষ

রোজ তোমায় আনি না মনে -
বিধিবদ্ধ পূজা - পাঠও নয়,
এমন কি প্রণামও নয়।
শুধুমাত্র তোমার একটি ছবি,
টাঙিয়ে রেখেছি আমার পড়ার ঘরে
কোপারনিকাসের ছবির পাশে।
একটা ফুলের মালা, অবশ্য কাগজের তৈরি,
পরিয়ে দিয়েছি তোমার ছবিকে।

যখন দেব - দেবীর পূজা করি —
সবশেষে ধূপকাঠির ধোঁয়া
মনে পড়ে গেলে
তোমাকেও দেখাই,
ঠিক রোবটের মতন!

রোজ নয়, মাঝে মাঝে,
তোমার ছবির দিকে তাকালেই
বুকের মাঝখানটা
কেমন যেন করে ওঠে।
কে যেন মিষ্টি স্বরে বলে
'এবার মানুষ হয়ে যা!'

মানুষ এ জন্মে আর হওয়া হ'ল না ঠাকুর!
তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি সব।
কোন জিনিষটাই ঠিকঠাক হল না—
না কর্মক্ষেত্রে, না সংসারে।

না হতে পেরেছি নাস্তিক
না হতে পেরেছি আস্তিক —
শুধু নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া ছাড়া।

তাই যেদিন বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে
তোমার ছবির সামনে দাঁড়াই,
তখন এক অভিলাষ জাগে হৃদয়ে —
'নতুন করে মানুষ করো আমায়।'

পুষ্পাঞ্জলি

তোমায় দেখিনি আমি
আমার এ জীবনে
এই দুই চোখে,
তবু যেন মনে হয়
তোমায় যে চিনি আমি
বহুদিন থেকে।
সহজ নয়কো কভু
তোমায় একদৃষ্টে দেখা;
তাই দেখি ধীরে।
হৃদয় ছাপিয়ে বন্যা আসে
ভেসে যাই
নয়নের নীরে।
তোমার বাণীকে নিয়ে
সাজিয়ে গেছেন নানা জনে
নানা শব্দ রঙ্গে;
মনের কোঠায় তারা
আঘাত হানে যে, যেন
রয়েছো সদা সঙ্গে।
নানা কাজে, নানা সাজে,
নানা অবসাদ
পীড়া দেয় প্রাণে;

নিঃশব্দে তোমার বাণী
যেন কাছে এসে
জাগরিত হয় মনে।
তোমার নামের গুঞ্জন ধ্বনি
সদা প্রসারিত হয়
মোর অন্তরে, —
ধীরে ফিরে আসি
আঁধার গুহা থেকে
আলোর মন্দিরে।
তোমার বাণীর অমৃত ধারায়
যাঁরা দিয়েছেন
নিজ জীবন,
তোমার সাথেতে তাঁদেরও সবারে
এই পুষ্পাঞ্জলি
করি অর্পণ।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ স্মরণে

এসো ঠাকুর, আমার হৃদয় কুঞ্জে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার মনোমন্দিরে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার ব্যকুল প্রাণে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার চিন্তনে সদা
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার স্বপন মাঝে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার সুখের দিনে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার বিপদ মাঝে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার দুঃখের রাতে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার শব্দ মাঝারে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার লেখনী অগ্রে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার চলার সাথে
এসো হে।
এসো ঠাকুর, আমার অন্তক্ষণে
এসো হে।

খুঁজে বেড়াই

জয়ে মাল্য দেবে না যে, সে তো আমি জানতাম;
বেদনাকে দুহাতে জড়িয়ে জীবন স্বপ্ন দেখতাম।
খুঁজে বেড়াই তাকে সদাই, প্রাণের সে বন্ধুজন
বাধা যত সরিয়ে দিয়ে দেবো তাঁরে এ মন।
কানে আমার দিয়েছিল কেউ গোপন কোন মন্ত্র,
যাত্রা পথে ভুলেই গেলাম আমার শেখা সে তন্ত্র।
অন্তরে কেউ লুকিয়ে থাকে অজানা মহতী সত্তা
সেই দিকেতে টানে আমায়, যে জন জ্ঞান বেত্তা।
এখানে সেখানে তাঁর সন্ধানে কানা গলিতেই ঘুরি
পাবো না যেথায়, সেখানেই তাঁকে সদা খুঁজে খুঁজে মরি।

জানি আমি জানি ভুল পথে গিয়ে এতদিন ধরে ঘুরেছি।
ব্যথা বেদনায় একাকার হয়ে কুপথে বিপথে মরেছি।
কেন যে এমন ঘটে বার বার সে কথা আমি জানি না।
যাঁকে কোনদিন যাবে নাকো পাওয়া তাঁকে বসে করি কামনা।
এই ধরাধামে এসেছি যখন কোন লক্ষ্যের পথ ধরি
আমাকেই তার দাম দিতে হবে জীবনে - মরণে তাঁরে স্মরি।

সাম্য সাধনা

ভালবাসার অভিলাষা ওঠে
বারবার নিঃশব্দ গুঞ্জনে,
জীবনের প্রত্যাশা প্রতিক্ষণ
জাগে সবাকার প্রাণে প্রাণে।
আকাশে বাতাসে যত সুর বাজে
তরঙ্গ তুলুক সবার বুকে,
কর্মযজ্ঞে নিজেরে আহুতি
হাসি ভরে দিক ম্লান মুখে।
সবার অশ্রু মোছানো ওগো
সে সাধ্য যে আমার নয়,
দুঃখীর দুখ দিনে মন মোর
যেন সদা তার সাথে রয়।
যদি কখনো বা কেউ মোর
কথার সুরেতে ভাসে,
তাদের হৃদয়ে মেঘেদের ছায়া
মুছে যায় যেন অক্লেশে।
চারিদিকে দেখি ব্যথার পাহাড়
জমা হয়ে যত ক্লেশ,
মেটাতেই হবে যা কিছু আছে
হিংসা ও দ্বন্দের রেশ।
পৃথিবীতে যত অনাচার হয়,
করি তার প্রতিবাদ।
ঘৃণার প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে
গড় এক নতুন সাম্যবাদ।

এরা, ওরা এবং আমরা

এরা পোড়ায় বাজী, ওরা ফাটায় বোমা;
আমরা থাকি মাঝে, বানিয়ে জীবন - বীমা।

এরা তেলে ভেজাল দেয়, ওরা বানায় ড্রাগস্;
আমরা ছুটি হাসপাতাল, রুখতে শেষের শ্বাস।

রাজনীতিতে এরা চতুর, ওরা চতুর চূড়ামণি —
আমরা কিন্তু বুদ্ধিজীবি পাশ কাটাতে জানি!

এরা বড় কথার জাহাজ, ওরা কথার ব্যবসায়ী;
আমরা অল্প কথার মানুষ, নীরব হয়ে রই!

এরা দিন - দুপুরে ছুরি চালায়, ওরা রাতে মিসাইল;
আমরা ভয়ে কেঁপে মরি, দুয়ারে দিই খিল!

এরা খাল কেটে কুমীর আনে, ওরা কুমীর ধরে,
আমরা প্রাণ বাঁচাতে খালে পড়ি, কিংবা ওদের ঘরে।

এরা বলে গরিবী হঠাও, ওরা মারে গরীব জাতি,
আমরা ধরি পকেট চেপে কিনতে আনাজ পাতি।

এরা পরহিতে নিদ্রা ত্যজেন, ওরা ত্যজেন সুখ!
আমরা শুধু সইতে থাকি রাত্রি - দিনের দুখ।

এরা বলেন কর্ম কর, ওরা চাহেন বলিদান!
আমরা বলি সব দিয়েছি, হাড় আছে কয়খান।

এরা বলেন দেশ আমাদের, ওরা সারা বিশ্ব!
আমরা এখন কোথায় থাকি, নেই কিছু নিজস্ব।

এরা বলেন ধর্ম কথা, ওরা বড়ই গতিশীল!
আমরা ভাবি কথা ও কাজে এত কেন গরমিল!

এরা ওরা সন্ধি করেন, বলেন ডিপ্লোম্যাসি।
আমরা ভীষণ ধন্দে পড়ি, নিজের মনে হাসি।

এরা ওরা দুজন বলেন, ভজ হরির নাম —
আমরা বলি পরজন্মে পূরবে মনকাম!

সর্ষেতে ভূত

কথার পরে কথা জোড়া — কথার জাহাজ;
বিপদ আসছে তবু নেই কোন ইলাজ।
জনতার বড় ভীড়, এখানে সেখানে
যত্রতত্র বাঁধে নীড়, নিয়ম না মেনে।

আছে নীতি, প্রশাসন, কতই কঠোর
তংখার ঝংকার সব হয় পাথর!
ভ্রষ্ট কর্মীরা যোগ করে বসে —
গাড়ী, বাড়ি নিয়ে যেন স্বর্গে যাবে শেষে!

এলো যে হঠাৎ করে ভূমিতে কাঁপন
ঘর বাড়ী ধসে যায়, যেন সমাপন।
প্রকৃতি নিঠুর বড়, রহে অকৃপণ
অসহায় লোকে কাঁদে, মৃত পরিজন।

পরস্পরে দোষ দেয়, কমিটি গঠন;
লোকে কিছু নাহি পাক, পেলো তো ভাষণ।
অঙ্ক কষে ভূকম্প কত শক্তিশালী,
মার্কিনীরা ভুল ধরে, নিন্দুকেরা তালি।

বৈজ্ঞানিকে বলেছেন - এ সম্ভব নয়,
আগামীতে বলে দেওয়া কবে যে প্রলয়।
পাঁজি দেখে পন্ডিতেরা ধরেছেন নাড়ী
যাগযজ্ঞ প্রয়োজন, কর তাড়াতাড়ি।
হেঁকেছে নিদান তারা দিয়ে হুঁসিয়ারি
গঙ্গাস্নানে, কুম্ভস্নানে সব যাবে সারি!

সাধারণে কি যে করে মৌন হয়ে থাকে;
করার কিছুই নেই, পড়েছে বিপাকে।
এদিকে ওদিকে যায়, ঘরে ফিরে আসে,
প্রতিবাদে ভয় পায়, ধরবে পুলিশে।
মায়াতে অবশ সব ছায়া ছায়া লাগে
হতাশাতে ম্রিয়মাণ রাতভোর জাগে।

সর্বেতে আছে ভূত, শোন মহাশয় —
রাজা ও উজির সব মুখোশে লুকোয়।
প্রতিবাদ, আন্দোলন একমাত্র পথ
গড়ে তোল নির্ভয়েতে নিজেদের মত।
প্রবচন কহে, শোন - হয়ো না নিরাশ,
আশ রাখ ততক্ষণ,যতক্ষণ শ্বাস।

মিলেনিয়ামের ছড়া

মিলেনিয়াম ডাক দিয়েছে
আসছে দলে দলে;
দোকানগুলোর সাইন বোর্ডে
'মিলেনিয়াম' ঝোলে।
বসছে আসর গান বাজনার
সবাই নাচে তাধিন
'মিলেনিয়াম' আসছে, ও ভাই,
আসবে সুখের দিন।
রাজজ্যোতিষী হস্ত দেখে
বলেন গঙ্গারামে —
'মিলেনিয়াম' আংটি পরো
আর নেবে না যমে!
দিন - দুপুরে খুন জখমে
সবার রব ত্রাহি ত্রাহি।
পুলিশ বলে, 'মিলেনিয়ামে এসব হবে -
কোন উপায় নেই !'
হাজার ব্যামোয় ব্যস্ত হয়ে
খুড়ো চলে বদ্যি - বাড়ি;
বদ্যি, বলে, 'মিলেনিয়াম রোগ হয়েছে,
কাটতে হবে নাড়ী!'
উকিল মশাই জজের নামে
ঠুকে দিলেন মামলা।

কানাকানি করছে সবাই, এ নাকি
'মিলেনিয়াম' হামলা।
সওয়াল - জবাবে, উকিল বলেন,
'মিলেনিয়ামে, হুজুর
সাদা - গাউন পরতে হবে, এই
নিয়ম জারি, নিঠুর।
কালো হাতে, কালো পয়সা
কালোর ভারী কারবার।
মিলেনিয়াম করবে সাদা
হাস্যকর এ ব্যাপার।'
কর্তা মশাই - এর মুখটা ভারী
দিতেই হবে পাওনা,
গিন্নী যখন কিনে এনেছেন
'মিলেনিয়াম' গয়না।
'মিলেনিয়াম' সিলেবাসে
অদল - বদল হবে।
অঙ্কটাকে তুলে দিলে
মগজ খুলে যাবে!
'মিলেনিয়াম' বই - এর মেলা
বসেছে যেখানে সেখানে;
পন্ডিতেরা ঘরে থাকেন,
বোকারা বই কেনে!

ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া

গতির তৃতীয় সূত্র
ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া,
যান্ত্রিক সভ্যতা তাই
ধরেছে ঘেরিয়া।
প্রকৃতির বুক চিরে খোলো
রহস্যের দ্বার —
নিয়ন্ত্রণ হাতে নেই
আসিছে আঁধার।
অণু - পরমাণু নিয়ে
কর ছেলে খেলা,
মদগর্বে মত্ত হয়ে
কর ধ্বংস লীলা!
ক্ষতিকর যত গ্যাস
পাঠাও আকাশে,
প্রদূষণে নষ্ট কর
বিমল বাতাসে।
রক্তে মিশিছে বিষ,
কর অবহেলা;
ভাসিতেছে চারিদিকে
মরণের ভেলা।

নগর গড়েছ নিয়ে
গাছেদের প্রাণ;
ডেকে নিয়ে আস তাই
ভয়ঙ্কর বান।
একদিকে মহাকাশে
খুঁজিছ জীবন,
অন্যদিকে ফাঁদ পাতো
জীবের মরণ।
প্রকৃতির গলা টিপে
করিছ বড়াই
মিছে তুমি কর বসে
জ্ঞানের সাফাই!
এই ভাবে চলে যদি
ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া,
অচিরে মিটিবে সব
কে রবে জাগিয়া?
বিজ্ঞানী বলেন - শোনো,
যদি নেবে শ্বাস,
পৃথিবীর মায়া ছেড়ে
খোঁজ অন্য স্থানে বাস।

রাদার ফোর্ডের কুমীর

আমার হৃদয় বন্ধু বড়
দৃপ্ত দৃঢ় কঠিন
তার সাথেতে পথ বেয়ে যাই,
বেশ কাটছে দিন!
হৃদয় মাঝে দাগ কাটে না
কখন কাকে কি যে বলি,
কইতে কথা সবার মাঝে
কথার খেই হারিয়ে ফেলি।
সবার মাঝে থাকি বসে
আমি মৌনমতি নির্বিকার;
গৌণ যত বক্তৃতা ঝড়
মিছেই ওদের আলাপ - বিচার।
আমি বিদ্বান, আমি পণ্ডিত —
আমার মগজ ভরা জ্ঞান,
তবু 'শব্দ' - মশাই কানে ঢুকে
পাথর হয়ে যান!
ঘটনা ঘটছে কত, মন উদাসী —
যেন আমি দৃষ্টিহীন!
ছাপ পড়ে না মনের পাতায়
এ হৃদয় বড়ই কঠিন!

নিলাম তুলে দিনের কাগজ,
বেজায় ভুলে ভরা।
এ কেমন লেখার ছিরি ! যত
বিসংবাদ তুলে ধরা।
রেগে মেগে কলম নিয়ে
দিলাম ঠুকে উষ্মাভরে,
ছদ্মনামে IচাঠK
সম্পাদকের অফিস ঘরে।
বন্ধু আমার টাকা নিল,
বলল, 'এ যে ঋণ!'
ভুলেই গেল তার পরেতে
শোধ করার দিন।
অনেক দিনের পরে যখন
করিয়ে দিলাম মনে,
বন্ধু বলে, 'রোসো এখন
ব্যস্ত আমি অন্বেষণে।
পেটেন্ট নিয়ে বার করবো
নতুন রকম মেশিন;
বাজার রবে আমার মুঠোয়
দেখবো সুখের দিন।
বিক্রী বাটা খুবই হবে
টাকা আসবে ঘরে,
মিটিয়ে দেবো সকল দেনা,
নাম হবে সংসারে!'

আমি তখন মেজাজ হারাই
শুনিয়ে দিই দু - কথা;
বন্ধু আমার চলেই গেল
কোথায় জানিনা তা।
আমি পদ্য লিখি, গদ্য লিখি
মারি মশা - মাছি,
পত্রিকাতে পাঠাই লেখা
সব কিছুতেই আছি।
শুধাই যবে সম্পাদকে
আমার লেখার হাল —
আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন
আমারই জঞ্জাল।
লেগে থাকি সব কাজেতে
হলেও বা তা তুচ্ছ,
যে যেখানে ডাকে, চলি
মানি না উচ্চ - অনুচ্চ।
আপন - ভোলা, কানে কালা,
ঘুরি যেথা সেথা
পত্নী আমার ক্রুদ্ধ হলেন,
'এ কি অসভ্যতা!
নেই চাকরী তাই বলে কি
এমন ছন্ন মতি?
কাজতো কিছু করতে পারো,
ফিরবে মোদের গতি।'
পত্নী কণ্ঠে বজ্রবারি শুনে

আমার মাথা হ'ল গরম,
গেলাম বাজার, সবজি - সবুজ,
মনটি হল নরম!
এদিক ঘুরি, ওদিক ঘুরি
অনেক কিছুই কিনি —
ভুলে গেলাম কেনার আদেশ
কি বলেছেন তিনি !
ঘরে ফিরেই কুরুক্ষেত্র —
'নিষ্কর্মার ঢেঁকি,
একটা কাজ হয়না ঠিক
সব কিছুতেই ফাঁকি।'

তবু আমি ছাড়ি না হাল
আকাশ - কুসুম রচি,
সময় আমার হাতে কোথায়
আসল - মেকি বাছি ?
সোজা চলার পণ করেছি,
'রাদারফোর্ডের কুমীর,'
যে যা বলার বলেই চলুক,
হ'ব না আমি অস্থির।
হৃদয় আমার শক্ত বড়
যেন ইস্পাত কঠিন,
তার সাথেতে কাটছে ভাল —
মজায় কাটে দিন।

দিবা স্বপ্ন

ভাবি বসে যদি রাজা
যায় স্বেচ্ছা - নির্বাসনে,
রাজ্যপাট, সুখভোগ, প্রজা - নির্যাতন —
এই মায়াজাল থেকে
মুক্তি নিয়ে চিরতরে
বাঁচাতে প্রজার জীবন।

ভাবি - করতলে মাথা রেখে কাঁদে রাজা,
করে হাহাকার,
এবারে মেটাবে সে পাপের দায়
যত অন্ধকার।

একি সত্য তবে 'সেলুকাস!'
কৃত কর্মে দগ্ধ হয়ে
রাজা করে বিলাপন?
এ যদি সত্য হয়,
তবে কেন হেথা সেথা
রণবাদ্য বাজে যখন তখন!
আঁধার রাতে জনতার
ওঠে কেন রোল,
কেন কাঁদে সংগোপনে,
অসহায়া রমণী,
ওঠে সরগোল?

ফসল বুনেছে যে
শরীরের রক্ত দিয়ে,
ফসল তোলার কালে
কেন তাকে যেতে হয়
অনন্ত লোকের কোলে
চির আঁধারের অন্তরালে?
অপরের দুখে রিক্ত হাতে
জর্জরিত প্রাণে।

রাজা যাবে চিরতরে
স্বেচ্ছা নির্বাসনে?
ভেবো না কখনো, তা —
এসব অলীক ভাবনা;
থেকো না অসাড় স্বপনে।
ক্ষমতার মদগর্বে
জন্ম হয়েছে যার —
ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই
বোধ নাই তার।

নির্বাসনে যেতে যদি হয়,
তবে যাবে তারা
যত মূক জনতার দল।
অবশ - বিবশ যত
নিরাশায় হত মানুষ
মরে যারা পল অনুপল!

প্রার্থনা

জীবনের অর্থ আমি বুঝি বা না বুঝি,
বুঝি শুধু নিত্য আসা - যাওয়া
জীবনের এই পথে
দু চোখে বিস্ময় নিয়ে
শুধু দেখা!
দূর প্রান্তে বৃক্ষ শাখা মাঝে
উঠেছে কোথাও নির্জনে
আকাশে প্রবাসী চাঁদ,
অবিন্যস্ত, অনাহারে চলেছে সে
কিসের সন্ধানে?

কেন যে পাই না খুঁজে - সব প্রশ্নের উত্তর।
কেন মিছে সোনার প্রতিমা সব
অকালেই হয়ে যায় বিসর্জন -
কার বাঞ্ছনায়?
কোন সে ছদ্মবেশী
লুকায়ে নিজের পরিচয়
মানুষে মানুষে করে, ঘৃণ্য ভেদাভেদ,
কেড়ে নেয় ক্ষুধিত প্রাণের গ্রাস?

কেন যে মানুষে করে
অমানুষী আচরণ?
সভ্যতার কণ্ঠরোধি, স্বার্থান্বেষী
মুখোশে আবৃত লোক
করে ছেলে খেলা!

তোমার ঘৃণা যে কেন,
আসে না বজ্ররূপে
মিথ্যাভাষী, অহংকারী শিরোপরে?
ধ্বংস করে দাও
আপনার হাতে
এ মিথ্যে সভ্যতা।
আলোর বর্তিকা নিয়ে
প্রকাশিত হোক সেই মানুষের
যে জোগাবে চোখে আলো,
মনে বল, বুকে ভালোবাসা।
পশ্চাতে আমরা যাবো,
হারাবো না দিশা!

এসো, শব্দ এসো

আমি শব্দ খুঁজে যাই
শব্দ খুঁজে যাই সেই বাল্যকাল থেকে —
সেই শব্দদের আমাকে জানাবে যারা
বিশ্ব - সংসারেতে
আসা - যাওয়ার ইতিহাস।
অবিনাশী শব্দ - ব্রহ্ম,
মুখ নিঃসৃত শব্দেরা, ঘুরে বেড়ায়
আকাশে - বাতাসে, স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে।
আমি সেই শব্দ - সমূহকে
তুলে আনতে চাই
আমার তুচ্ছ এই এক সাদা পাতায় —
যা আমাকে ভুলিয়ে দেবে
আমার নিতান্ত তুচ্ছ বেদনাময় মুহূর্তকে।

কেন যে মানুষ দুঃখ পায়
এক শব্দের আঘাতে —
সেটা এখন বুঝি।
এক শব্দের তীরে
লক্ষ্যভেদ করা যায়,
এক প্রাজ্ঞ মনীষীকেও!

আমি চাই, শুধু সাধু শব্দগুলি
কৃষ্ণ - প্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিকের বাণী।
শব্দবহে ভেসে যাওয়া, সেই সব শব্দগুলি —
এখনো যে এখানে সেখানে ঘোরে;
কিন্তু তারা আমার মনেতে এঁসে করে না বাসা।
কেন সেই শব্দগুলো
আসে না এই কলমের মুখে.
অন্ততঃ মানুষের দুঃখ বিমোচনে।

এসো শব্দ এসো,
এসো মোর হৃদয় কাননে
এসো মোর নিগূঢ় চিন্তনে —
অন্ততঃ একবার যেন আমি
সময়ের কাছে
নিজেকে প্রকাশ করে যাই।

গাছ, পাখী এবং মানুষ

গাছ, পাখী এবং মানুষ —
এদের কি কোন মিল আছে?
এই তিনজন রয়েছে বলেই
এই পৃথিবী বেঁচে আছে!

গাছেদের প্রাণ, মানুষের প্রাণ,
পাখীদের প্রাণে ভেদ নাই —
রহস্যময়ী প্রকৃতি দুয়ারে
এদের মিলেছে তাই ঠাঁই !

নীল গগনেতে হাওয়ায় খুশীতে
গাছ পালাদের মাথা নাড়া —
কল - কাকলিতে চারিদিক ভরি
বিহগেরা সদা দেয় সাড়া।

মুগ্ধ নয়নে মানুষেরা দেখে
মিলনের এই দৃশ্য রাজি
প্রকৃতির সাথে নিজেকে মেশায়
অপরূপ সাজে সাজি।

গাছ, পাখী এবং মানুষ
ত্রয়ের সাম্য - সমন্বয়
ধরণীর মুখে ফোটাবেই হাসি
জীবনের হবে জয়!

গাছ হব

পৃথিবীতে জীবন নিয়ে
আর আসা হবে কিনা জানি না।
যদি আসি, তবে গাছ হ'ব!
শান্ত হয়ে মাটিতে থাকবো দাঁড়িয়ে।
গ্রীষ্ম যাবে, বর্ষা যাবে —
আসবে শরৎ, হেমন্ত ও শীত,
সব যাতনা সয়ে
নিশ্চল হয়ে থাকবো দাঁড়িয়ে।

সবাইকে দেব ছায়া
দেবো ফুল, দেবো ফল।
ঈশ্বরের পূজা হবে
আমারই ফুল দিয়ে!

পৃথিবীর বুকে মানুষেরা বুঝতে পারবে না
আমিও একদিন মানুষ ছিলাম!
তারা একদিন কুড়ুল দিয়ে
কাটবে হয়তো আমায়,
ফালাফালা করে দেবে আমার শরীর।

কিন্তু শিশুগাছ আবার জন্মাবে।
আমিও হব আবার সেই শিশুগাছ।
আমি চিরদিন থাকতে চাই গাছ হয়ে!
কারণ, সেবা মন্ত্র নিয়ে বার বার
আসতে চাই পৃথিবীর বুকে।

নিম গাছ

নিম গাছে এখন ফুল এসেছে।
অথচ ভ্রমর কিংবা প্রজাপতি কেউ নেই।
ওরা কেউ আসে না আজকাল,
ওরা কেউ থাকে না।
নিমের জীবনে তবুও আসে বসন্ত।
হলুদ পাতা ঝরিয়ে
নরম নরম কচি শত শত পাতা
চারিদিকে দেয় ছড়িয়ে।
মাথার উপর দিয়ে যায় বয়ে
বসন্তের বৈকালিক হাওয়া।
বুকে নিয়ে শীতল ছায়া ডাকে নিম।
খুশী হয়ে উঠে মন;
দাঁড়াই কাছে গিয়ে —
ওখানে না আছে ভ্রমর, না প্রজাপতি!
একটা কাক শুধু ডালের উপর বসে এসে।
কিন্তু এদিক - ওদিক দেখে উড়ে পালায়।

অসুস্থ মানুষের বড় বন্ধু তুমি নিম;
পাতা দাও, ফুল দাও, দাও ফল—
এমনকি ত্বকে আনো উন্নয়ন,
রোগীকে কর নিরাময়!
অনেক গাছের কথা আছে কবির সৃষ্টিতে —
তোমাকে নিয়ে কিন্তু কেউ
প্রিয় কাব্য লিখল না।
নিম তুমি দধীচি।
তোমার আত্মত্যাগের কথা
লেখা থাকবে জীব - জগতের ইতিহাসে!

জেগে থাকি

জেগে থাকি মনের মাঝারে
মগ্ন চিত্তে অন্ধকারে।
বাইরে দেখি আকাশে চাঁদ
ছুটছে সাথে, সমান বেগে।
রাতের আকাশ, স্বচ্ছ আকাশ
দুধের প্রলেপ মাখা বুকে!
ঝলমলানো তারার রাশি —
আপন মনে বিলিয়ে আলো
তাকায় তারা ধরার দিকে।
ধরার বুকে ছুটছে ট্রেন —
তার ভেতরে একটি মানুষ
দেখছে চেয়ে ঊর্দ্ধলোকে;
বৃশ্চিক বা ধনুরাশি,
সপ্তর্ষি আরো কত
নাম না - জানা
উজল তারা শতশত।
এই বিশ্ব, আজব বিশ্ব!
হায় কত এই তুচ্ছ জীবন!
কদিনের তরে খেলাঘর গড়া
স্তব্ধ জলে ফেনার মতন।
সেই বিশ্বে দূরের থেকে
একজন কেউ দেখছে আপন মনে,
এই ধরারই বুকে
বিপুল বেগে ছোটা ট্রেনে।

একটি মানুষ
ভাবছে শুধু একই কথা,
অবাক কথা —
কেমনে এই জীবনে ভাবনাগুলো
দুঃখ - সুখ স্বপ্ন মাখা।
আলোয় কালোয় দিনগুলি
কাটিয়ে যাওয়া এই ভুবনে
অনুভূতি, ভালোমন্দ —
নিয়ে তাদের এই জীবনে!
আসবে যাবে, প্রাণের ধারা
এই দুনিয়ায় বারে বারে।
আজব দৃশ্য, ছায়া ছবি
প্রেক্ষাপটে মুছতে পারে।
তবুও মধ্যরাতে, অন্ধকারে
একটি ট্রেন ধরার বুকে —
হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে
চলবে ঠিক দ্রুতবেগে।
তার ভেতরে একটি মানুষ
দেখবে চেয়ে
দূর নিলীমায়
যার বুকেতে রয়েছে ভরা
উজল আলোর মহিমায়।
ট্রেনের ভেতর থাকি জেগে,
থাকি আপন অন্তরে;
চিত্ত বিভোর মগ্ন মায়া
বিপুল গহন অন্ধকারে।
শব্দহারা বিশ্ব তখন
স্বপ্নভরা চন্দ্রা;
তারার চোখে ঘুম হারাল,
আমার আসে না তন্দ্রা।

গতি

মন্দ মন্দ গতি তার
অন্য এক ছন্দ,
অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি বাজে
বাড়ে হৃদয় স্পন্দ।

দূরে দূরে মৌন গ্রাম
বৃক্ষ রাশি দেখে,
কুয়াশা ছেয়েছে মাঠ —
চোখ বন্ধ কে রাখে?

ধীরে ধীরে বাড়ে গতি
শরীর যে দোলে
পঞ্চ বেগ ঘিরে ধরে
প্রকৃতির কোলে।

কোথায় চলেছ ট্রেন
কোথা নিয়ে যাবে?
জীবনকে গতি দিয়ে
স্থিরতা সরাবে?

ছুটে চলা সম্মুখেতে
লক্ষ্য স্থির অতি,
দু হাতে সরায়ে বাধা
আনো গো প্রগতি।

যেতে হবে কোথাও

ট্রেনের বাঁশি ভেসে আসে —
কোথাও যাওয়ার কথা আছে নাকি আজ?

কোথায় যেতে হবে জানি নাতো!
তবু ট্রেনের বাঁশির সুর
কানে আসলেই মনে হয় —
যাবার সময় এসেছে বোধহয়।
যেতে হবে কোথাও —
কিন্তু কোথায়?

মাঠ, ঘাট, নদী পেরিয়ে
সেহ্ সুদূরে
চেনা - অচেনা দৃশ্য গেলে মিলিয়ে
কত গ্রাম, কত শহর ছাড়িয়ে
নতুন কোন বাসভূমিতে!

কিসের যেন আকুলতা
দু চোখের পাতা হয় ভারী;
দূর থেকে ট্রেনের বাঁশি ভেসে আসে।
বুকের মধ্যে ছন্দ তোলে মাদল।

যেতে হবে কোথাও!
কিন্তু কোথায়?
কোথায়?

কৃষ্ণা নদী

কৃষ্ণার জলে আমি
বয়ে যেতে চাই,
তার শ্যাওলার সাথে আমি
ভেসে যেতে চাই।

অগভীর নীল জলে
মৃদু মৃদু ঢেউ —
জলের ভেতর থেকে
ডাকে যেন কেউ!

এঁকে বেঁকে চলে যায়
পাহাড়ের কোলে
স্বপ্নে সাজানো ভেলা
সাথে সাথে দোলে।

এ নদী অবাক নদী
গেছে সেই দেশে
শান্তিতে প্রাণী সেথা
রচে নীড় শেষে।

আহা! সেই স্থান আজ
আছে নাকি কোথা?
কৃষ্ণার জল বুঝি
জানে সেই কথা!

স্বীকারোক্তি

জানো, আজ আমি সকালবেলায়
দশটি মাইল পথ
একা একা হেঁটে এসেছি।
যদি বলো, কেন?
তবে বলি, শোনো,
কেউ একজন বলেছিল আজ
আমাকে সে ভালোবাসে।
হঠাৎ হাওয়ায় যেন লেগে গেল ঝড়,
দুকূল ছাপিয়ে নদী হ'ল উত্তাল।
ঊর্মিরা তীরে এসে হ'ল উচ্ছল!
মনে হ'ল পেয়ে গেছি বাঁচার কৌশল।

জানো, আজ আমি ভোরের আলোয়
অনেকখানি পথ —
আপন মনেতে
একা একা হেঁটে গেছি,
যদি জিজ্ঞেস করো কেন?
তবে বলি, শোনো
আমাকে কেউ, বলেছিল
'ভালোবাসি।'

কবিতা

শব্দ যোজনায় অর্থবহ বাক্য হয়ে যায় কবিতা;
যদিও সব কবিতাই হয় না ছন্দময়ী সুন্দরী,
সব শব্দরাশি হয় না ভাব তরঙ্গ প্রকাশিনী অঙ্গ।
সব হৃদয়ে জন্ম নেয় না কাব্যকলা।
সব মুহূর্তই হয় না পরম লগ্ন।

কোন সময়
যখন ভেতর উঠে জেগে
এই জীবনের ওঠা - বসায়
প্রতিদিন বেঁচে থাকা থেকে
নিয়ে যেতে চায়
না - দেখা কোন খোলামেলা সবুজ মাঠে
কিংবা কোন খরস্রোতা নদীর ধারে,
অথবা এক সাগরতীরে,
কবিতা তখন হাতছানি দিয়ে ডাকে।
মনের সিঁড়িতে পা রেখে রেখে
ছন্দের তালে কবিতা আসে!

সব মনেই কবিতা আসে না,
সব হৃদয়ে কবিতা নীড় রচে না।

কবিতার শরীর

আমার বন্ধু বব আমাকে জানিয়েছিল
তার এক আত্মীয় অক্সফোর্ডের ইংরেজী অধ্যাপক
ছেলের স্মরণে একটি কবিতা লিখে
শুনিয়েছেন স্মৃতি বাসরে।
একটি মাত্র ছেলে তাঁর
নৌকা - বাইচে অংশ গ্রহণের সময় জলডুবি।
যদিও সে পটু সাঁতারে, তবু
সেদিন কোন কাজে লাগেনি।
ববও আজ নেই।
ঘন ঘন রোগক্রান্ত হত সে,
বিশেষ কিন্তু কাউকে কিছু বলত না —
সেও একদিন হাসতে হাসতে চলে গেছে।
কিন্তু ববের দেওয়া খবরে একটু অবাক হয়েছিলাম,
চোখের জলের বদলে কবিতা!
পরে ভেবে দেখেছি —
অনেক সময় চোখের জলই
অনবদ্য কবিতা হয়ে ওঠে!
মানুষ দুঃখের দিনেও কবিতা বানায় —
নিজের মনেই নিজেকে শোনায়।
এ কথাটা ঠিক —
কবিতার শরীর গড়ে ওঠে
অদ্ভুত সব ভাবনাকে নিয়ে।

নির্জনে বসে গাছের মাথার দিকে তাকালেই
কবিতা হাজির হয়ে যায় —
আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে দেয় যেন
কপালের মাঝখানটায়;
দূর - দিগন্তে
ডানা - মেলা পাখীর থেকে
ভেসে আসে অনন্ত শব্দের মালা —
বিহ্বল কবির হাতে।
একে একে সেই শব্দমালা এসে
কবিতার এক অপূর্ব শরীর তৈরি করে।
মানুষের জন্ম দিনে
কিংবা মৃত্যুর দিনে
অবলীলায় সেই কবিতা প্রাণ পেয়ে যায়
অনুভূতির ছোঁয়া লেগে।

সে ছিল গোপন

আমার সাথে সে কি ছিল
কিংবা সে কি ছিল না
এমন কথা তারে বলি
মনে সে সাহস এল না।
আমার সাথে তার মিলন
কিংবা বিরাগ হবে না,
এমন ভাবের আদান - প্রদান
আগে সূচিত ছিল না।
ভেবেছিলাম তার প্রণয় বাঁধন
আমার সাথে হবে না,
স্বপ্নেরা সব কাছে এসে
মনের কথা কবে না।
বর্ণহীন দিনের মাঝে
না - বাঁচা দিন যাবে রে
শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষ যেমন
ঝড় বাদলে বাঁচে রে।
তবে কেন এমন প্রলয়
এই জীবনে ঘটে রে,
এই ধরাতে আমার সাথে কে
শান্তি - নীড় রচল রে।
তাল রেখে সে আমার সাথে
জীবন - ঝোলায় ঝুলল রে!

আমার ব্যথা কেমনে সে
নিজের বুকে নিল রে।
এখন বুঝি হয়তো আমি
তাকেই মনে চেয়েছি।
তার সাথেতে নানা জনম
এইখানেতে এসেছি।
হয়তো সে বা ছিল গোপন
আমার মনের ভিতরে —
এই কথাটি আকাশ, পাখী
বৃক্ষলতা বলে রে।

ওয়ারশ শহরের রাস্তায়

আমি এখানে পরবাসী।
লাল - সাদা মানুষের ভীড়ে,
দ্বিধাগ্রস্ত আমি,
একা হেঁটে যাই।
আমার দিকে কেউ হয়তো - বা
দেখে যেতে যেতে
তাদের মুখে চোখে ঝরে
কৌতুক ভরা দৃষ্টি।
তবুও হাঁটি মানুষের মাঝে
আপন সত্তা নিয়ে,
জানি — আমি সাদা না হলেও,
মানুষ তো বটে!
জনাকীর্ণ রাজপথ—
ব্যস্ত মানব - মানবীরা
স্বচ্ছন্দে জীবনের পথ পেরিয়ে যায়।
আমিও দেখতে দেখতে পৌঁছাই রাস্তার মোড়ে।
বহুবছরের বহু ঝড় সয়ে
শহরটি পৃথিবীতে রয়েছে এখনো
পুরানো আর সব শহরের মতো।

মনে মনে মিলিয়ে নিই
কলকাতার ছবি।
কোন অলি - গলি কিংবা
বাজার - বন্দরের সাথে।
কিছু মেলে, কিছু বা মেলে না।
শুধু সময়ে সময়ে
মানুষের মুখ আর ব্যস্ততার ছবিগুলি
খাপে খাপে মিলে এক হয়ে যায়।

ভিসলা নদীর ধারে

আমার বড় ইচ্ছে করে
এই ভিসলা নদীর ধারে -
সারাটি দিন শান্ত চিতে
শুয়েই থাকি নীরবেতে।

অনেক জল এই নদীতে
ভেসে যায় গভীর স্রোতে।
জীবন অনেক আছে তাতে
যেন খেলার সাথী আছে সাথে।

আমার বড় ইচ্ছে করে—
যারা শুয়ে ওর পাড়ের পরে
সূর্যপানে মুখটি রেখে
সারা অঙ্গে আলো মেখে
মিশে যাই তাদের মাঝে
নিজেরে না বেঁধে দিনের কাজে।
ওয়ারস নগরীর মধ্য দিয়ে
নদীর কলতান যায় যে বয়ে।
ছুটে চলা স্টীমারের আনন্দ ধ্বনি,
দিগন্ত জুড়ে সবুজের হাতছানি,
উড়ন্ত পাখীদের আকাশ ছোঁয়া
গীর্জার শীর্ষ যেন ছুঁয়ে যাওয়া।
এই সব নানা ছবি পড়ে মোর মনে,
স্মৃতি সেথা নিয়ে যায় ক্ষণে - বিক্ষণে।
ভিসলা নদীর ঐ মনোমুগ্ধ পাড়ে
মন বলে আসি সেথা ফিরে বারে বারে।

আমার জন্য নয়, তার জন্য

আমি তাকে বলেছিলাম
আমার জন্য নয়, তার নিজের জন্য —
যা ঘুরে আয় এই শহরের নানা পথে,
অলি - গলি, বড় রাস্তার ধারে
যেখানে অনেকগুলো
সোনার হৃদয় পড়ে আছে।
যা নিয়ে আয় কুড়িয়ে সে সব
হীরে - মাণিক
রেখে দে মাথার কাছে আলমারিতে।
ভবিষ্যতে দেখবি সে সব যাদুঘরে।

আমি, আমার জন্য নয়, তার জন্যই
বলেছিলাম - যা দৌড়ে নদীর ধারে;
দেখে আয় জলের বুকে হাওয়ার নাচন,
কতজন বসে আছে মৌন হয়ে জলের ধারে,
কিংবা ছিপের নীচে মাছ জমেছে হাজারো মন।

যা দেখে আয় সিঁড়ির ধারে
বসে থাকা প্রেমিক যুগল, ছবির মতন।
আমার জন্য নয়, তার জন্য
বলেছিলাম রেখে দে সব
বুকের কাঁপন
কাঁথায় মুড়ে।

যা দৌড়ে,
পথে পথে বনে বনে
দেখে আয় লক্ষ মানুষ
ছুটছে কেমন
আপন মনে!
আমার জন্য নয়, তার জন্য -
বলেছিলাম, ভুলে যা সব অতীত কথা
যা রয়েছে মনের ভেতর।
কেবলি সামনে তাকা —
সবার সাথে যা মিশে যা
পেয়েই যাবি সকল খবর।

বিদায় হল্যান্ড

আজ ল্যাবরেটরির অলিন্দে দাঁড়িয়ে
দু চোখ ভরে তোমায়
দেখে নিই হল্যান্ড।
তোমার রূপের ঐশ্বর্য
আমার বাংলা মায়ের মতই
সবুজে সবুজে ছয়লাপ।
স্থান ও সময়ের ভেদরেখা
যেন একেবারেই নেই।
অস্ত রঙের রূপ সব দেশে সব কালে এক!
চারিদিকে যে সুর বাজছে এখন
তা যেন চিরচেনা।

বারি বর্ষণ হয়ে গেছে কিছু আগে।
ভিজে সবুজ ঘাসের পাতা থেকে
ঠিক্‌রে আসে আলো।
নাম - না - জানা, সাদা - কালো - ঘন নীল
পাখীটা লাফিয়ে বেড়ায়।
এখানে সেখানে অজস্র জলধারা বয়ে গেছে এঁকে বেঁকে।
ক্ষুদ্র জলাশয়ে শ্যাওলার ফাঁক পেয়ে
নিঃসঙ্গ একাকী মীন
ঘুরে চলে ঠিক আমারই মত!

আকাশে মেঘের ফাঁকে
চিরন্তন সূর্যের খেলা।
হল্যান্ড, তোমার কিছু জানা, কিছু অজানা;
তবুও তুমি ঠাঁই নিয়েছ এ অন্তরের অন্তস্থলে।
বিদায় বেলায় তাই বাজে
বিচ্ছেদের বীণা করুণ রাগে।
সেই সুর জানি আমি
সময়কে ছাড়িয়ে রবে -
কোন এক অবসরে তুমি
মনের মাঝেতে দেখা দেবে।

প্রত্যাখ্যান

আমার ঘরের দ্বারে এলে তুমি
বসতে তোমায় দিই নি,
তোমায় বলার মত কথা আমি
সেদিন কেন বলি নি।

জানি আমি, এনেছিলে ফুলের মালা
আমার গলায় পরাতে,
ভালোবাসার গল্প বলে
হৃদয় আমার ভরাতে।

জানি আমি, এসেছিলে বাদল রাতে
এ মনের যাতনা ঘোচাতে,
সুখের মাঝে আমায় রাখবে বলে
গাইলে গান সে রাতে।

কেমন কঠিন হৃদয় আমার
ফিরিয়ে দিলাম অক্লেশে!
এখন যতই ঝরাই অশ্রুজল
আসবে না আর ফিরে সে।

সহজ মন্ত্র

তাঁকে আমি দেখেছিলাম
এক ভিখারীর বেশে,
ঝড় - বাদলের রাতে যখন
সবাই ছিল ঘুমের দেশে।
তিনি ছিলেন নীরব অতি —
নীরব শব্দ - সিন্ধু।
বুঝেছিলাম সেদিন রাতে
তিনিই পরম বন্ধু।

আমার দুয়ার ছিল খোলা,
তাইতো আঁধার রাত্রে,
দীন - দরিদ্র সেজে আমায়
দীক্ষা দিলেন মন্ত্রে।
যত ক্লিষ্ট আর্ত মানুষ
চোখের জলে ভাসে,
তাদের কাছে যেতেই হবে
থাকতে হবে পাশে।

বৃথা আমি জ্ঞান - পিপাসায়
ঘুরি নানান স্থল,
আমার হাতের কাছে রাখা আছে
তৃষ্ণা মেটার জল।
সেবার মত পবিত্র কাজ
জগতে আর নাই।
রাত্রি - দিনে, ঝড় - বাদলে, এই মন্ত্র
মনে রাখতে সদা চাই।

জেগে উঠি

সকালে আমার ঘরে আসে তারা
বসে থাকে বিছানার পাশে।
আমাকে শোনায় ভুলে যাওয়া কথা।
ঘুমের আঙ্গিনা ছেড়ে ধীরে ধীরে ফিরি
চেতনা আলয়ে অস্তিত্বের নীড়ে।
অবসাদ গ্রস্ত প্রাণ কাঁপে বিলম্বিত লয়ে।

স্বপ্নে দেখা ছবিগুলি এখনও জাগ্রত;
জীবনের সেই সুর, রয়েছে বুঝি লেগে।
তারা আমার কানে কানে বলে
সোনালি দিনের কথা।

আগের রাতের মোহ দূরে ফেলে দিয়ে
আলো ধোয়া বিছানায় উঠি বসে।
ছাদের কার্নিসে ঝুলে থাকা
কাটা ঘুড়িটাকে দেখি।
মুক্তির আঙ্গিনায় লড়াইতে মত্ত সে।

চিত্ত বিষণ্ণতায় ভরে উঠে।
চিত্রিত আশমানে কেউ ভবিষ্যৎ লিখে গেছে!
এখনো অনেক রাত থাবা নিয়ে অপেক্ষমান।
এখনো অনেক পথ চলা বাকি এ জীবনের;
তাই বুঝি এই প্রাণ জেগে ওঠে, স্বপ্ন খোঁজা বন্ধ করে।

যে পারে সে নিজেই পারে

নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করতে গিয়ে
নিজের মূর্তিটাকে ভালো করে দেখো।
আকাশ - কুসুম রচনায় ভাসিয়ে দিয়ো না নিজেকে।
সমূহ ক্ষতি যদি হয়,তবে তা নিজেরই হবে।

নিজের ভিতর তাকিয়ে দেখো,
সে স্থির হয়ে বসে আছে।
সুযোগ পেলেই আদিম মানব
বড় হিংস্র হয়ে যায়।
কোথাও যদি অন্যায় ন্যায়ের গলা টিপে ধরে,
জেনে রেখো, তুমি তার পিছনেই
নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে।

পৃথিবীকে পাল্টাতে চাও —
সে তো বড় ভালো কথা।
তবে নিজেকে প্রথম দিনেই
পবিত্র বলে ঘোষণা করার
সাহস রাখো!

যে পারে সে নিজেই পারে
লক্ষণ রেখা টেনে যেতে,
যে পারে সে নিজেই পারে
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে।

পরের প্রজন্মরা

যতগুলি গ্রীষ্মকাল ফেলে এসেছি পেছনে
সেই পাকা আম কুড়ানোর দিনে
নিশ্চয়ই কেউ না কেউ
ভালোবাসতো আমাকে।
কেননা এখনো —
কখনো কখনো হঠাৎ
কানের কাছে শুনতে পাই স্পষ্ট ভাবেই
'কবে এলে গো! বেশ রোগা হয়ে গেছ!'
কথা কেবল কথা নয়,
তার সঙ্গে প্রাণ থাকলে
ঝর্ণা হয়ে ঝরে!
বোঝার মত মন থাকলে
গাছের কথাও বোঝা যায়।

যাঁরা ফুটিয়ে গেছেন ভালোবাসার ফুল,
তাঁদের থেকে নিয়েছি শুধু
ফিরিয়ে দিইনি কিছু।
আজকে যখন তাঁদের কথা ভাবি—
বিষণ্ণতায় ভরে উঠে মন।
স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে
রিক্ত হাতে সংসার থেকে
অনেক আগেই ঝরে গেছেন তাঁরা।

কেন জানি না - বড় গাছ দেখলেই
পাতা - ঝরানো দিনের কথা
মনে আসে;
সাথে সাথেই পিতৃ-পুরুষের কথা।
সময় যখন ছিল,
তখন হয়নি ফিরে দেখা।
এখন লাগে ব্যথা
এসব কথা ভাবতে।
হয়তো পরের প্রজন্মরা
ভাববে অতীতের কথা,
গ্রহণ করবে প্রাণের থেকে
তাঁদের সবটুকু - সব কিছু।

যদি সূত্র জানা যায়

পাশাপাশি বসে, নানা কথা বলে,
এমনকি হাসিতে ভেসে গিয়ে
অনায়াসে নিজেদের অজানা রাখা যায়।
পাশাপাশি পথে হেঁটেও
নিজেকে লুকানো যায় অচেনার আবরণে!

জানাই গেল না তাকে কি যে তার অভিপ্রায়,
কৌটাতে বন্ধ রাখা হৃদয়ের ধারাপাত,
হয়তো তাই জীবনটা রোমাঞ্চময়।
যাকে বুঝে গেছি বলে সময় কাটাই
হঠাৎই কোনদিন দেখি জানা হয়নি সবটাই!

যদি জানা থাকতো অঙ্কের সূত্রগুলি
সমীকরণের মধ্যে বসিয়ে নিজেদের ইচ্ছা যত
সমাধান বার করে বলা যেত হয়তো
পরস্পরে আমরা ভালোবাসি।
যদি সেটা কোনদিন হয়ে যায় জানা
তাহলে কি মনোরম হবে এ জীবন?

কিন্তু সারাদিন এই অর্থহীন কথা বলে
ভালোবাসবার পথ খোঁজার
রোমাঞ্চ কি থাকবে তখনো?

জানা নেই

বহুজনে বলেছেন
এই পৃথিবীকে নিয়ে বহু কথা।
প্রকৃতির ঘরে জ্ঞানের কপাট খুলে
মানুষ জেনেছে বহু কিছু।

জেনেছে সাগরের রঙ্ কেন নীল;
কেন যে শূন্যেতে ঘোরে গ্রহ - উপগ্রহ;
কেন যে সূর্য দেয় বুক চিরে আলো!
কেন বিশ্ব জন্ম নিল, কার আদেশে!
কেন শক্তি কণা রূপে আবির্ভূত হয় —
কেন বা নীরোগ দেহে রোগ বাসা বাঁধে!

জেনে গেছে জীবনের জনম কাহিনী।
একদিন কৃত্রিম প্রাণ মানুষের হাতে এসে যাবে।
চাঁদ কিংবা অন্য গ্রহে সখার সঙ্গে দেখা হবে।

তবু মনে পুরাতন প্রশ্ন এক ঘুরে ফিরে আসে।
এত সব জেনেছি
তবুও অন্ধকারে
কেন এক ভয়
হঠাৎ অজ্ঞাতে এসে অস্তিত্বের মূলে
নাড়া দিয়ে যায়।

কেন এ বিশ্ববাসীরা
বিশুদ্ধ হাসি নিয়ে বলতে পারে না —

'ভালো আছি, বড় সুখ আর শান্তিতে!'

মরে যাওয়া গাছের গুঁড়িতে বসে
গোপনে কেন অসহায়া জননী এক
অশ্রু ঝরায় মৃত ছেলের জন্য ?

কেন মাটীর নীচে এক সাথে পাওয়া যায়
হাজারো মানুষের মাথা ?
কেন কারো বুক লক্ষ্যভেদ করে অন্যজনে ?

এই সব প্রশ্নের সমাধান —
কেউ কোনদিন দেবে কিনা
জানা নেই।
আমরা জেনেছি শুধু
প্রকৃতির বাইরের রূপ
ভিতরে অনেক কিছুই আজো
রয়েছে বরফ ঘরেতে জমা!

সমতা

মধ্যরাতে বাদুড়েরা নিঃশব্দে উড়ে যায়
শিকারের খোঁজে —
পরাশ্রব্য শব্দবহে পাঠিয়ে ধরে ফেলে
অরক্ষিত প্রাণে।
অতর্কিত আক্রমণে শিকার হারায় জীবন।
যদিও ঘটনা বড় মর্মন্তুদ;
কিন্তু খাদ্য - খাদকের সম্পর্কটা গড়ে তুলে
প্রকৃতি সমতা রেখেছে বলে
এই সৃষ্টি টিকে আছে।
সমতাকে ভেঙ্গে দিলে
ধীরে ধীরে প্রজাতিরা শূণ্যে মিলাবে।
অবনী মন্ডল থেকে লুপ্ত হবে সবুজের মেলা
নিজেও নীল রং ছেড়ে দিয়ে ধূসরিত হবে।

কেন্দ্রচ্যুত করে দিলে বিশৃঙ্খলা অবশ্যই আসে
সাম্যতা হারায়ে জীব মৃত হয়ে ভাসে।
পরিবেশে নিষ্ঠুরতা আনো যদি স্বার্থের তাড়নে
নিজেদের প্রাণ দিয়ে মূল্য তার দিতে হবে গুণে গুণে।

ইচ্ছা মৃত্যু

বুকের ভেতরে কিছু —
জমা হয়ে থাকে!
কি যে তার রং, রূপ
বোঝা তো যায় না।
যদিও কেমন যেন লাগে চেনা চেনা
নিঃশব্দে কেবল তারা করে আনাগোনা
হঠাৎ কখনো করে তোলে আনমনা!

যেখানে যাবার ছিল
সেখানে হয়নি যাওয়া —
কিছু যা বলার ছিল
সে তো হয়নি কওয়া।
সব যেন রয় আধা আধি
মনের ভিতরে তারা মৌন নিরবধি।

হে শূন্যতা! ভরে দাও অন্ধকার
কোনো এক অজানা আলোয়
যে আলো এখনও চিন্তনে তোলেনি প্রলয়।
সেই সে অজানার মাঝে কর মোরে লীন,
যেখানে ইচ্ছা বিরাজে আজও মূল্যহীন।
ইচ্ছা - মৃত্যু পাওয়া? সে তো পৌরুষের কথা।
আমাকে তবে শোনাও সেই ইচ্ছা মৃত্যুর বর গাথা।

নির্ধারিত শব্দ সীমায়

নির্ধারিত শব্দ সীমায়
মানুষের হৃদয় ফেরানো —
কেউ যদি পারে, তবে করুক সে;
মৌনতায় আজকাল কোন কাজ
হবারই নয়।
কিন্তু সীমার মধ্যে থেকেও
আজকাল কতটুকু করা যায়?

যে আমার সাথে থেকে
এতকাল ছুঁয়ে রেখেছিল —
সেই আজ অন্যদিকে চলে যায়।
সীমার মধ্যে থেকে
তাকে ফেরানো যায় না —
হারাতেই হয়!
চারিদিকে নিষেধের রেখা এঁকে
বাঁচা বড় বিড়ম্বনা।

গন্ডী অতিক্রম করতেই হয়
যদিও আশঙ্কা থাকে
জনক - নন্দিনীর মতো
বিপদের জালে গিয়ে পড়া।
একা একা চক্রব্যূহে

প্রবেশ তো ক্লেশ নয়
নির্গমন জানা নেই
তাই প্রাণ দিতে হয়,
কিন্তু যুদ্ধে জেতার আশা
বহুগুণে বেড়ে যায়।

এটা সত্য আজ —
সীমার মধ্যে থেকে
এ জনতাকে কিছুতেই
জাগানো যায় না।
এখন একটি পথ খোলা —
নির্ধারিত শব্দের সীমা ছেড়ে
যে যার মনের কথা
খুলে বলে যাক্;
আর কিছু না হলে ও
সে লোকটাতো বেঁচে যাবে
যে কিছু প্রকাশ করে বলতে চায়!

আয়নাতে দেখো

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নিজেকে দেখতে গিয়ে
যদি অন্য কেউ দেখা দেয়,
তাকেই মন দিয়ে দেখো।
তোমার কি কি ত্রুটি ছিল
কিংবা এখনও আছে
অথবা যা হতেও পারে —
এই লোকটার কাছে শেখো!
এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই —
নেই কোন লজ্জা
কিংবা দুঃখ বোধ।
বড় কথা হ'ল ত্রুটি সারানো!
কিছু করতে গেলে নানা গোল আসে।
নিজের পা দুটো মাটিতে শক্ত রাখো।
যাতে দাঁড়াতে সুবিধে হয়
এবং নিজেকে জাগানো যায়।

আয়নাতে দেখো —
ধরে ফেলবে
কাউকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ কিনা।
সত্য অনুভূতি তোমাকে দৃঢ় করবে —
এই বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে মনে রেখো।

আসবে কেন বারে বারে

সেই যে সেদিন গাছের ফাঁকে
নরম বালি জড়ো করে
এঁকে ছিলে কিছু ছবি, কিছু উচ্ছ্বাস;
সাগর দেখে বলেছিলে —
আসবে যাবে ঘুরে ফিরে
বারে বারে নানা ছলে।
তোমার সেই সেদিনের অঙ্গীকার ছিল
আমার বুক স্পর্শ করে।
তোমায় সেদিন
দেখেছিলাম অন্য রকম।

আজ অবেলায় দুর্দিনে বসে আছি
স্মৃতির সাগর তীরে -
ঢেউ এর প্রলয় নাচন অনিবার
ভাবাচ্ছিল তোমার কথা -
আসবে তুমি বারে বারে ঘুরে ফিরে।

জানি আমি মনের মাঝে
তট ছুঁয়ে যাওয়া ঢেউ - এর মতো
কেউ আসে না ফিরে
পরিত্যাক্ত মালা গলায় পরে।
নতুন আলো, নতুন আশা, নতুন ধরা —
নতুনের জৌলুষে ম্লান পুরাতন!
আমার কাছে আসবে কেন তুমি
বারে বারে ঘুরে ফিরে?

একটি ভুলের গল্প

মা বলেন, 'যা না খোকা, কিরণ বাবুর দোকনে
ঘরে তেল ফুরিয়েছে, বাতি জ্বলবে কেমনে?
এই রইলো বোতল, টাকা দোকানীকে দিবি
বকেয়া যা রয়েছে, খাতায় লিখিয়ে নিবি।'
খোকা চলে তেল আনতে, নয়কো খুশী মনে
বই পড়াতে মগ্ন ছিল ঘরের নীজন কোণে।
গাঁয়েতে ছোট্ট দোকান নানা জিনিষ ভরা,
কিরণ বাবুর ছেলে সেথা দিচ্ছে পাহারা।
ঘরের মধ্যে অন্ধকার শত ভূতের বাসা,
যদিও ভীড় থাকে না, তবুও দোকান চলে খাসা।
মেপে - জোখে হিসাব মতন তেল ভরলো বোতলে,
খোকার হাতে ধরিয়ে দিল দামের কথা না - বলে।
খোকা ভোলে টাকার কথা, ভোলে মায়ের উপদেশ
গল্প তবু থেকেই যায়, এইখানেতে হয়না শেষ।
খোকার হাতে একটা টাকা জমলো অবশেষে
অনেক কিছু কিনতে পারে, আপন মনে হাসে।
তবু মনের মাঝে কে যেন দেয় শক্ত কাঁটা ফুটিয়ে
পড়লে ধরা কাঁদতে হবে চোখের জল ঝরিয়ে।
সব ভালো হয় মায়ের কাছে স্বীকার করা নিভৃতে,
কিন্তু সে যে বিষম ব্যাপার, যায় না বলা কিছুতে।

দিন চলে যায় কেউ আসে না সত্যিকথা জানাতে
সময় বুঝি মুছিয়ে দিল কালো রঙের তুলিতে।
হঠাৎ সেদিন পড়লো ডাক বৈঠকখানা থেকে
কিরণ - চরণ বসে সেথায় পিতার পাশে জেঁকে।
চোখের দিকে তাকিয়ে পিতা প্রশ্ন করেন তাকে
'তেলের টাকা সেদিন তুমি দাওনি কেন এঁকে?'
কখনো ভাবেনি খোকা ঘটবে এমন কপালে
সত্য সবার মাঝে আজ কেমন করে বলে!
মাথার মধ্যে উথাল -পাতাল, রা সরেনা খোকার
পিতার এবার গুরু ধ্বনি, বলতে হবে ব্যাপার।
দেখে নিল খোকা তখন তেল দোকানী দুজনকে
বলল শেষে বহুকষ্টে, 'টাকা দিয়েছি চরণকে।'
বাবা তাকান কিরণ পানে, চরণ রাগে দিশেহারা
নির্নিমেষে হয় তার বিস্ফারিত চোখের তারা।
বুকের মধ্যে সে কি কাঁপন খোকা পালায় আসর ছেড়ে,
কোন কথা যায় না কানে, খালি কটু দৃষ্টি মনে পড়ে।
পড়াতে মন বসে না, খেলতে না যায় মাঠে —
সে কেবল ভাবতে থাকে ক্রুদ্ধ বোবার চাউনি টাকে।
শেষে একদিন করলো যে ঠিক ফেরৎ দেবে টাকাটি —
সাক্ষাতে নয়, উপায় খোঁজে মজার সেই কায়দাটি।
এক সন্ধ্যায় চুপিসাড়ে পৌঁছে গেল বাড়ীর পেছন
দূর থেকেই ছুঁড়লো টাকা, মিটলো বুঝি পাপের স্খলন।
কেউতো কোথায় জানলো না, কেউ ধরে না লেখনী

একটি ভুলের ইতিহাস, পড়লো চাপা কাহিনী।
সবার কাছে মিছে বলে ভাবলো খোকা মুক্তি পায়
তাই কখনো হয় নাকি? নিজের বুকে থেকেই যায়।
বড় হল, বুদ্ধি হ'ল, খ্যাতি পেলো খোকার জীবন
কিন্তু কোন ত্রাণ পেলো না, কাঁটার বেঁধা যখন তখন।
টাকা এল, টাকা গেল, বুকের ক্ষত মিটল না,
ক্রুদ্ধ বোবার সেই চাউনি খোকার পিছু ছাড়লো না।
'আলবাট্রসের' মৃত শরীর গলায় বুঝি ঝোলে
কি করে যে খুলবে খোকা, সদাই দ্বিধা মনে দোলে।
বহুজনে শুনে হাসেন একটি ভুলের গল্প —
সবাই তারে মাফ করে দেয়, নেই কোন বিকল্প।

সব কিছুতেই ভয়

সব কিছুতেই ভয়,
মনের সাথে জড়িয়ে থাকে
পেছন ফিরে রয়।
যখন তখন জাপটে ধরে
শক্তি করে ক্ষয়।
সাহস করে বলি যখন
আর দেব না সাড়া,
'হালুম' করে দাঁড়ায় এসে
পথেতে দেয় বেড়া।
'ঠাকুর, ঠাকুর' বলে ডাকি,
খুলি মনের দ্বার —
ঐ যে পালায় ভূতের ছানা,
হ'ল পগার পার।

সব কিছুতেই ভয়,
যে কাজেতেই হাত দিতে যাই
সঙ্গেতে সংশয়।
ছায়া ছায়া অশরীরা,
আঁধারে তার খেলা
যেই জ্বেলেছি মনো- প্রদীপ
ফুরালো তার বেলা।

সব কিছুতেই ভয়,
সত্যকে যেই আঁকড়াতে যাই,
সবাই দূরে রয়।
সাহস করে যেই চলেছি
দ্বিধা - দ্বন্দ মাড়িয়ে,
হঠাৎ দেখি আলোর নাচন
আঁধার - কালো সরিয়ে।
সব কিছুতেই ভয়,
যখন তখন এসে দাঁড়ায়,
ছায়া হয়ে রয়।
আলোর বাতি, সত্য সাথী
শির যখনি উন্নত —
ভুতের ছানা ধার ঘেঁসে না,
মন রয় অক্ষত।

ভালোর রাজ্য

তুমিও ভালো, সেও ভালো, আমিও ভালো।
এই পৃথিবীর সবাই ভালো —
জগৎ যিনি বানিয়ে গেছেন
তিনি আবার সবার ভালো।
এই ভালোর ঢেউতে ভেসে
ভালোর কাছে এসে গেল।
ভালো যাঁর সব কিছুতেই
তোমায় আমায় ছুঁয়ে দিল।

তুমিও ভালো, সেও ভালো, আমিও ভালো ·
এই পৃথিবীর সবাই ভালো।
ভালো লাগার স্পর্শ পেয়ে মন
ভালোর কাছে ছুটে গেল।

সব ভালোই তাঁর দেওয়া,
সব ভালোতেই তাঁকে পাওয়া,
ভালোর হাত জড়িয়ে ধরে
অতি ভালোয় পৌঁছে যাওয়া;
জীবন ভরে সেই দিকেতে
বিভোর প্রাণে তাকিয়ে চলা
নতুন করে সে কথাটি
সবার তরে আবার বলা!

সে আলো হয়ে গেছে

তাকে কিছু বলা যাবে না —
সে আর শোনার জন্য বসে নেই।
ফিকে হয়ে গেছে ভালোবাসার রঙ
তাই সে দূরে গিয়ে নতুন
বাসনার জাল বুনে চলে।
তাকে ধরবে কি করে
এই দু হাতের মুঠোয় ?
পালিয়ে যাওয়াটা আজকাল বড় সহজ —
কেন না ধরার জন্য কেউ নেই।
সবাই তাই উড়ে বেড়ায়
খোলা আকাশ যখন চিঠিগুলো উড়িয়ে দেয় -
আপনভাবেই চিত্ত থেকে সরে যায়।
শব্দ জুড়ে যখন তাকে ডাকতে চাই,
ভেবে ভেবে মিছেই দিশেহারা।
সেখানে তখন সে নেই
উড়ে যে কোথায় চলে গেছে।
ফিরবে কি কখনো ?
— সে তো জানা নেই!
তাকে কিছু বলা যাবে না;
কেন না সে পাতার সাথে
কখন যে ঝরে গেছে অবেলায় —
আমার জানা হয় নি।
তাকে কিছু বলা যাবে না—
কেন না সে বহুদিন আগে
নক্ষত্রের বুকে আলো হয়ে মিশে গেছে।

কেন এমন হয়!

দূরত্ব হারিয়ে আজকাল
সব কিছু এসে যায় তাড়াতাড়ি,
পৃথিবীটা কাছে এসে বার বার
যেন ডাক দেয় নাম ধরি।
ছাড়িয়ে নিভৃত গাঁয়ের কোণ
মন যদি যেতে চায় দূর দেশে,
খুশীতে ভরানো এই প্রাণ
হারায় চকিতে সে নব বিশ্বে।

হঠাৎই কোন প্রাতে তবু মনে হয় —
ছিলাম কত কাছাকাছি, আজ আমরা
সরে গিয়ে বহুদূরে মনের অজান্তে
হারালাম নবলোকে রহস্যে ঘেরা।
ছিল ভালোবাসা, ছিল মুক্ত প্রাণ;
আজ ছিন্নতায় বাঁধা একাকী নিজনে
বাজে বুকে বিষাদের বীণা
বিষণ্ণ রাগে তা ক্ষণে ক্ষণে।

সব কিছু পেয়ে, কিছু যেন হারানো –
জানি না কেন এমন মনে হয়!
চাওয়া - পাওয়ার মত্ত খেলায়
কিছু জিত, কিছু পরাজয়।

উত্তরণ

'ঘর ছেড়ে যাস্ না দূরে, যাস্ না মাঠে -
বিষম ব্যথা লাগবে পায়ে
ফুটবে কাঁটা, ঝরবে লোহু
চোরের হাতে যাবে সব হারায়ে।
যাস্ না বাছা, ঘর ছেড়ে অনেক দূরে।'
বলেছিল মা ছোটবেলায় অনেক করে।

সে সব বাধা, সে সব নিষেধ
মনকে তখন করতো দহন।
কল্পনার ছায়া তলে
উঠতো গড়ে হরেক স্বপন।
বড় হওয়ার জোয়ার এল
বাধা - নিষেধ রইলো না আর;
ঘর ছেড়ে যাই বাহির বিশ্বে
মায়ের কথা মনে থাকল না আর।

এখন একা চলার পথে
মায়ের নিষেধ বাজে কানে —
'যাসনে বাছা, অনেক দূরে
ব্যথা তোর বাজবে প্রাণে।'

অনেক দূরে থাকি এখন
কানে নিষেধ বাজে না
কোন্ পথেতে যাওয়া শ্রেয়
কেউ আমাকে বলে না।
এমনি হয় জীবন কালে
স্রোতের সাথে বয়ে চলা;
কালের সাথে চলতে গিয়ে
সঞ্চিত ধন হারিয়ে ফেলা।

দিতে হয়, নিতে নেই

বাল্য বন্ধু হরিপদর সাথে
হঠাৎ দেখা অনেক দিনের পর।
চেনার পর্ব পার করে
বাস্তবে এসে বহু গল্প কথা।
সুখ - দুঃখের ঢেউ মেখে
নানা ঝড় - ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে
বহু ইতিহাস রচে
অবশেষে ছেঁড়া পাতার মতো
উড়ে বেড়ানো।
ছেলে - মেয়ে মানুষ করা,
সংসার সাজিয়ে দেওয়া,
আপদ - বিপদ,
বদ্যি - ডাক্তার, আরো কত কি!
সংসার ঘানিতে ঘুরে ঘুরে ছয়লাপ!
এর পরেও অনেক কিছু থেকে যায়।
ক্রমশঃ জুটতে থাকে ঘরে - বাইরে
নিন্দা ও অপবাদ,
স্ত্রীর গঞ্জনা,
প্রিয় জনের ভর্ৎসনা,
বন্ধু - বান্ধবের কটু - কাটব্য।

সান্ত্বনা দিই হরিপদকে —
''সবারই গল্প ভাই এই রকমই!
আজকাল কেউ ফুলের মালা পরায় না
সংসারের কাজ করে গেলে।
বয়স হয়ে গেলে শেষ জীবনে
অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায় অনেকেই!
এই সংসার বড়ই বিচিত্র —
এখানেতে শুধু দিতে হয়,
কিছু নিতে নেই!''

এগিয়ে যাওয়া

কেবলই সামনে যাওয়া
পেছনে ফেরা নয়
সময়ের তালে এগিয়ে যাওয়া
অতীতে ঘোরা নয়।
কুমীর সোজাই চলে
ঘাড় সে ঘোরায় না,
ফল খসে নীচেই পড়ে
ঊর্দ্ধমুখী সে হয় না।
সাগরের ঢেউ ভাঙ্গে
বেলাভূমে মিলায় এসে
সন্ধ্যা তারা আকাশে ফেরে
যেখানে ছিল দিন শেষে।
যে সব কথা গেছে মিলায়ে
হৃদয়ের বাসা ছেড়ে,
শূন্যেতে সদা ঘোরে তারা
ফেরে না কভুও নীড়ে।
এই ক্ষণটি কাছে আছে
যে ক্ষণেতে আছি বেঁচে,
হেলায় তারে দিলে ছেড়ে
ফিরবে না কভু যেচে।
ফেলে আসা দিন যদি বা
অবসাদ আনে মনে
হৃদয়ে আগল দিও,
না ঢেকে সংগোপনে।

প্রকৃতি বানায় নীতি
নিয়মে সবাই বাঁধা,
সে শেকল যায় না ভাঙ্গা,
ভাঙ্গলে বিপদ ডাকা।
একটি জীবন শুধুই
হাতের কাছে পাওয়া;
জীবনের লক্ষ্য যে তাই
সামনে এগিয়ে যাওয়া।

গরীবের সংসার

আমরা নইগো খুশী, হবো বা কেমন করে?
অভাব সদা লেগেই থাকে, আমাদের এ সংসারে।
যদিও দিন চলে যায়, ডাল - রুটি আর আলু ভাতে,
মনের খুশী বজায় রাখি, ঝগড়া - ঝাটি দূরে থাকে।
কখনো কাজ জুটে যায় বাড়ী ঘর রঙ করাতে,
বাবুদের ইচ্ছে করে যত কম পারে দিতে।
দরাদরি হুকুম জারি, তাড়াতাড়ি সময় মতো
ভালো কাজ না দিলে যে, টাকা কাটার নানান ছুতো।
টাকা কড়ি যা পাই তা সব কিছু যায় খরচ হয়ে;
আমার তিনি বসে থাকে না, কাজ করে পরের ঘরে।
ছেলে - মেয়ে অনেকগুলো, তারা সব মন্দ - ভালো
অলস হয়ে থাকে না বসে জাগায় তা আশার আলো।
সব কটিরই মনে আশা, অনেক বড় হবে,
যে ভাবে কাটছে এখন, তাকে তারা বদলে দেবে।
নেতারা ভোটের সময় ঘরে এসে ভিক্ষে করে
নানান স্বপ্ন দেখায় তারা, মন যে তাতে হেসে মরে।
তবুও হাল ছাড়ি না, লেগে থাকি সারা জীবন
বরাবর এক যাবে না, এ আশা করি যখন।
আশা নিয়ে বেঁচে আছি, দুঃখ - ব্যথা আর রবে না!
গরীবের ঘরে কি আর কখনো খুশীর চাঁদ উঠে না?

সবার মাঝে থাকো

তোমার বাঁচন - মরণ তোমার হাতে
তুমিই যে ঋত্বিক
তোমার বাগান তুমি সাজাও,
উড়াও পতাকা গৈরিক।
সবার মুখে হাসি, ভালোমন্দ
তুমিই তার মালিক
বৃক্ষ শাখে হবে কুজন,
পুষ্প - গন্ধে ভরে চারিদিক।
তোমার দু হাত সবল হলে
ঘুরবে জগন্নাথের চাকা
কেবল ঘরের ভেতর সাধন - ভজন
নয়তো তাঁকে ডাকা।
তিনি সবার সাথে জড়িয়ে আছেন
এ নয়তো কথার কথা,
জানতে হলে সব কিছুই
· চাই যে সবার মাঝে থাকা।
বিশ্ব জগৎ খোলা আছে
নয়কো তালায় বন্ধ
যার যেমনি স্বপ্ন দেখা
কাটবে মনের ধন্দ।

এক ফোঁটাও অশ্রু যদি
ঝরে কারোর তরে
সেই দিনই নাম যে লেখেন,
আসেন ঘরের দ্বারে।
যদি মনের আগল বন্ধ রাখো
তুমি ভেতর থেকে
কেমন করে খুলবে হৃদয়
নব জ্ঞানের আলোকে!

তাৎক্ষণিক ভাবে

চিত্তে ছিলে না
তাই হাতড়ানো;
থাকলে কে আর আর
মূল্য দেয় বলো?
মাতৃস্নেহ অনায়াস লব্ধ বলে
কেউ আর সাজিয়ে রাখে না।
বনফুল রঙ নিয়ে চোখের আড়ালেই থাকে।
স্নেহ - ভালোবাসা আজকাল
বড়ো জলো কথা —
সেদিকে সহজে কেউ যায় না!
যত বাধা হবে
যত ব্যথা রবে
সেদিকেই মানুষের
মন ছুটে যাবে।

প্রেয়সীকে আজকাল
বড় ফিকে লাগে।
বেনিয়মের দিকে
অনেকেই তাই চলে যায়!
তার ফলাফল সে যাই হোক্ না কেন
তাৎক্ষণিক ভাবে —
মানুষ বড়ই হৃষ্ট হয়।

ঈশ্বরে পাওয়া
অসম্ভব কিছু নয়!
কিন্তু তাতে কি বা লাভ?
মোক্ষ নয় পাওয়া যাবে —
কিন্তু সে যে কত জন্মে হবে,
কে বা সেটা জানে!
তার চেয়ে বড়ো ভালো
নগদেই তাৎক্ষণিক
যে টা লভ্য হয়।
এক গ্লাস তরল পানীয় নিয়ে —
আকাশ - কুসুম
স্বপ্নে ডোবা যায়!

দৃশ্য বদল

দুপুর গড়িয়ে বিকেল।
বারান্দায় পশ্চিমের রোদ
হলুদ রঙ ছড়িয়ে দিয়ে
এক দৃষ্টে যেন তাকিয়ে থাকে।
নিম গাছের মগডালে বসল এসে
ক্লান্ত এক কাক। পাখনায় বাতাসে
তরঙ্গ তুলে উড়ে গেল নীড়ের দিকে
এক ঝাঁক পাখী।
ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে
ছুটে গেল কিচ্ কিচ্ করা দুটো ইঁদুর।
কিছুই যেন হয়নি, এমনভাব করে
বারান্দার কোণে দু হাতে ছোলার দানা নিয়ে
খেতে থাকে নিশ্চিন্ত মনে এক কাঠবেড়ালী।
হাসির তুবড়ি ছোটানো
আধো আধো কথার কল্লোল তুলে
ঘরে ফিরে এল কচি - কাঁচারা।
আকাশের রঙ নীল থেকে ধীরে ধীরে
হলুদ - লাল হয়ে শেষে ফিকে হতে থাকল।
অন্ধকার ছেয়ে দিল বারান্দাকে কালো কাপড়ে।

তখন হয়তো অন্য কোথাও
সাঁঝ তারা দেখা দিতেই
ফুটলো উঠে ঝিঙে ফুল।
আধো - অন্ধকারে নলকূপের চাতালে
লাফ দিল বুড়ো ব্যাঙ।
শ্যাওলা ঢাকা পুকুরের জল
তোলপাড় করে ঘাই দিল এক পাকা রুই।
অন্ধকার আকাশের বুক জুড়ে
সারি সারি তারকারা
পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে উঠলো হেসে।
দূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো
মন্দিরে আরতির ঘন্টা ধ্বনি;
চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকা
একাকিনী বিরহিণী
ঘরের মধ্যে এসে
বিছানায় বালিশে মুখ চেপে
কেঁদে উঠলো
প্রবাসী প্রিয়তমের জন্য।

কেন কান্না আসে

কান্না আসে বুক কাঁপিয়ে
কান্না আসে মন ঝাঁপিয়ে
কান্না হ'ল উথল পাথল
জীবন তরী দেয় ভাসিয়ে।

নিজের কাজে নিজের মনে
সময় সাথে ঘরের কোণে
দিন কাটানোর চতুর্দোলা —
তার সাথে যে চলার পথে
চুক্তি পত্র হৃদয় মাঝে
যত্ন করে ছিল তোলা।

তারার সাথে রাতের বেলায়
মন মাতানো সুরের খেলা
ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানের তালে
যায় মিশে যায় বুকের দোলা।
এখন কোন প্রশ্ন নেই
কিংবা কোন অভিযোগ
নেই কো কোন সৃষ্টি করার
প্রবল কোন হৃদয় রোগ!

তবু কেন কান্না আসে
কান্না আসে বুকের তলায় -
হায়রে আমার সময় যে যায়
রবির সাথে, রাতের তারায়!

জন্মদিন

গতকাল গেছে আমার জন্মদিন।
হয়তো বা কারো মনে আছে
কিংবা কারো নেই।
যার মনে আছে
সে জানায় শুভেচ্ছা বাণী,
কিছু হাস্য - পরিহাস।
এ সবের হয়তো বা কোন অর্থ নেই ;
কিন্তু জানি, মন ভালো হয়
সব কিছু ভালো লাগে।
কয়েকটা ভালো কথা
মহল বদলে দেয়।

জন্মদিন প্রতিবার আসে বছরেতে
আবার চলেও যায়।
কোটী , কোটী মানুষের বসবাস —
কোটী, কোটী জীবনের আনাগোনা।
তার মাঝে 'আমি' নামে জীবনের
অস্তিত্ব বড়ই তুচ্ছ!
প্রকৃতি উদাসীন, জীবনের আসা - যাওয়া

ঘটনায় কোন বিপর্যয় আসে না ধরায়।
সময় নির্বিকার
নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা নেভায়।
বেঁচে আছি এখনো যে ধরণীর কোলে
এই তো বড় বিস্ময়!
জন্মদিন তাই আজ বলে না কিছুই।
শুধুমাত্র রবিবাসরীয়
কাগজের পাতায়
চোখ রাখি, আগ্রহেতে দেখি —
কি রকম ভবিষ্যৎ লিখে গেছে
কোন ভবিষ্যদ্‌কার!

সেই সুখের দিনে

কারণে - অকারণে হৃদয় মাঝে বিষাদ আসে।
কিসের জন্য, কার জন্য, জানি না
চোখের পাতা হয় ভারী
মনেতেই যেন বৃষ্টির ফোঁটা
টুপ টাপ পড়ে ঝরে
আঁধারের বুকে বাঁধে বাসা যেন
করুণ গানগুলি।
এমন হয় মাঝে মাঝে, ভারী হয়ে আসে জীবন।

কিছুক্ষণ পরেই হয়তো
চারি ধারের প্রকৃতিকে এক সুন্দর
এত মোহময় মনে হয়;
যেন সমুদ্র তলা থেকে রূপ কথার শরীর নিয়ে
সে উঠে এসেছে।
আমার গলায় যেন
কেউ পরিয়ে দিয়ে গেলো
পবিত্র প্রবালের মালা!

এই পৃথিবী সত্যিই বড় অদ্ভুত,
এই জীবন সত্যিই আশ্চর্যময়।
কেমন সেই ভালোবাসা
যা কাঁদিয়ে দিয়ে
অসহ্য সুখ দিয়ে যায় মনে।
সেতারের তারগুলি অনবদ্য ভাবে
কেঁপে ওঠে,
ছড়িয়ে পড়ে সুর আকাশে।
সুখের কান্না বুকের মধ্যে
দিতে থাকে সান্ত্বনা।

এ সব কিছু না

মনে করতে না চাইলেও মনে আসে।
ছোট ছোট কথা, অবহেলা, অবজ্ঞা আর করুণা।
ঘড়ি তার নিয়মের বসে
কাঁটাটাকে এক এক করে সামনে এগিয়ে দেয়।
মন কিন্তু পিছিয়ে এসে,
ফেলে যাওয়া সময়কে জড়ো করে রাখে।
একদিন হঠাৎ উজাড় করে উগরে দেয়।
বুকের মধ্যে ভারি জমাট বাঁধা পাথর।

এসব কিছু না, কিছু না।
কেননা হঠাৎই একদিন ফুরিয়ে আসবে সময়—
বোঝা পড়া আর কার সঙ্গে হবে?
নাই - বা রইলো কাছে ভালোবাসার মানুষ।
উথল পাথল করে হৃদয়ের কাছে
বেজে উঠবে কাঁসর ঘন্টা,
মনে হবে ছোট বেলায় দেখা
মন্দিরে আরতি হওয়ার দৃশ্য।
এই জীবনকে কোন্ দেবতার আরাধনায়
লাগানো হয়েছে?
এসব কিছু না, এসব কিছু না।

মাঝরাতের অতিথিরা ফিরে যাবে হাঁক দিয়ে-
যে যার ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তে শুয়ে
দরজায় দেবে শেকল!

কেবল জেগে থাকবে
সেই অভিশপ্ত হৃদয় —
যে কিছুতেই ভুলতে পারে না
সময় নামক এক হিংস্র জীব
তার থাবা দিয়ে
জীবনের একটি সুন্দর মুহূর্ত
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

এসব কিছুনা, কিছু না।
কেন না ফিরতে হবে নিজের ঘরেতে
সমস্ত হিসেব ফেলে রেখে।

যার জন্য আসা

দেখার মত দৃশ্য এখনো অনেক বাকী,
যদি থাকে রসবোধ কিংবা এক স্থিরমন।
সুন্দর সকাল কিংবা গোধূলির আলো
সবই অর্থ পূর্ণ হয়, যদি হৃদয়ের দ্বার খোলা থাকে।
মন ও হৃদয়ের যোগাযোগ ছিন্ন হলে
সবুজ রঙ তখন অসহনীয়,
আকাশের রঙ একঘেয়েমি,
সূর্যোদয় বড় ক্লান্তিকর।
বুকের মধ্যে দহন।

এত সব মানুষ কোথায় ছিল লুকিয়ে অন্ধকারে
যারা বোকার মত হাসছে।
হৃদয়ের মধ্যে আছে নাকি ভালোবাসা ?
যদি থাকে
তবে বুঝে রাখো
ঐ মানুষগুলোর জন্যই
তোমার সম্ভব হয়েছে এখানে আসা।
এত সুন্দর এই পৃথিবীটা
শূণ্যে আবর্তমান ; চারপাশে অন্ধকার নিয়ে
কোন যুগ থেকে সে ঘুরেই যাচ্ছে।
এটা নাকি এক গ্রহ —
এক নক্ষত্রের সাথে তার অতীব গূঢ় সম্পর্ক —
ছায়াপথের সদস্য,
সূর্যের নিজস্ব সৌরজগতের অংশ।
এক অর্থে আমরা সবাই পরমাত্মীয়!

হঠাৎ কোন একদিন
তোমার বহু আগের পূর্ব - পুরুষেরা এসেছে এখানে
কার আহ্বানে জানা নেই।
এসেছে ভালোবাসা, এসেছে সংসার,
তারপর তোমার আসা।
মন ভালো থাকলে বুঝতে পারবে
এই পৃথিবীতে আসার একটা অর্থ আছে
কেবলমাত্র অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ানো নয়,
খোঁজা!
সেই সত্যকে খোঁজা,
যার জন্য তোমার এখানে আসা —
জীবন তত্ত্বকে খোঁজা।
রহস্য বুঝে উঠতে পারলেই
দ্বন্দ - কলহ
সব মিটবে, মিটবেই মিটবে।

আহ্বান

রাত্রি শেষে দ্বারে এসে দাও যে আমায় ডাক
বাইরে এসে দাঁড়াই পাশে, আমি যে নির্বাক।

কোথায় আমায় যেতে হবে শুধাই নি কখনো,
তোমার উপর ভার দিয়েছি, ভাবনা কি জন্য?

যেতে যেতে পথের মাঝে যখন থেমে যাই,
গানের সুরে জাগিয়ে তোল তোমার সাথে ধাই।

বাদল দিয়ে ঢাকা মেঘে জাগাও আলোর রেখা,
হৃদয় ব্যথা দূর করে দাও কথায় মধুমাখা।

মনের মেঘ সরাও তুমি হাতের পরশনে,
আমায় তুমি ঘিরে আছো ভুলি বা কেমনে।

তুমি প্রজাপতি বেশে ঘুরে বেড়াও ঐ লতার বিতানে
ভ্রমর হয়ে গান যে শোনাও ফুলের কানে কানে।

নীল গগনে পাখির ডানায় তোমার চলাচল
সবুজ ঘাসের গালিচাতে তোমার ঢলাঢল।

ব্যপ্ত রয়ে চরাচরে ডাকছো অণুক্ষণ
তোমার কাছে যাওয়ার তরে ব্যকুলিত মন।

অর্পণ

তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, যাবো আমি নিজ ঘরে
তিনি রয়েছেন বসি আমার তরে, ডাকিছেন মৃদু স্বরে।
কত কি যে তিনি রচনা করেন আমার সুখের লাগিয়া
আমার গলায় পরাবেন মালা রক্ষা - কবচ গড়িয়া।

এতদিন আমি ডাকি নাই তাঁরে ফুলের বাসর সাজায়ে
এত পবিত্র আনন্দ মুখ রাখিয়াছি দূরে সরায়ে।
মধুর মধুর হাসি ঝরিতেছে তাঁর মধুর অধর ভরিয়া
মধুর নয়নে দেখিছেন বসি, আলো আছে তাঁরে ঘেরিয়া।

তাঁর বসন মধুর, চলন মধুর, মধুর অঙ্গ ভঙ্গিমা
তাঁর হস্ত মধুর, চরণ মধুর, মধুর বদন রক্তিমা,
তাঁর সঙ্গ মধুর, গায়ন মধুর, ডাক দেন দূরে বসিয়া
চল ভাই আজ তাঁহার নিকট, নত মস্তক করিয়া।

যতদিন মোরা রব সংসারে তাঁহার কথাই বলিব —
তাঁর জয়গানে চারিদিক ভরি সুরের লহরী তুলিব।
যাহা চান তিনি, তাহাই হউক, তিনি অন্তর্যামী—
তাঁহার স্মরণে এ মধুর দিন অর্পিণু তাঁরে আমি।

মনের দুয়ার খোল

ঘরের দুয়ারে দিলে আগল
মনের দুয়ারে দিও না।
তিনি যত্র - তত্র বেরিয়ে বেড়ান
বাধা পেলে আর আসেন না।

তোমার তরে যত্ন করে
সুখের মালা গেঁথে আনেন;
আসার পথে বেড়া দিলে
তিনি কেমন করে ঘরে আসেন ?

বিশ্বজুড়ে যত সৃষ্টি মেলা
সব কিছু তাঁর প্রেমে ভরা,
মনের দুয়ারে প্রাচীর দিলে
সোনার খনি হবে হারা।

দুয়ার খোল, দুয়ার খোল —
অবিরত দিলেন ডাক,
হৃদয় দুয়ার রুদ্ধ করে তুমি
রইলে বসে হারিয়ে বাক।

দুয়ার খুলে বাইরে এলে,
পাবে প্রভুর আশীর্বাদ।
মনের বিষাদ চলেই যাবে
মিটবে সকল বিসংবাদ।